আহ্‌মদী

সপ্তম বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৩৭ | প্রথম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আহ্‌মদী জমাতের প্রতি হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) নববর্ষের প্রেরণা-বাণী

মনে করিও না যে, আমাদের জন্য দেশ ও রাজ্য বিজয় নিষিদ্ধ হইয়াছে, বরং সাম্রাজ্য ও দেশ জয় করা আমাদেরও তেমনি প্রয়োজন, যেমন রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবাগণের (রাঃ) প্রয়োজন ছিল। প্রভেদ শুধু এই, তাঁহারা লৌহ-তরবারীর সাহায্যে এ কার্য্য সাধন করেন, আমাদিগকে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

দোয়া

হে দয়াল প্রভো! তুমি কতবার জগতকে তোমার শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছ। তুমি কতবার এক ক্ষুদ্র দলকে এক বৃহৎ দলের বিপক্ষে বিজয় দান করিয়াছ। আজ আমাদেরও তদ্রূপ সঙ্কটকাল উপস্থিত। আজ আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন দুর্ব্বল, অশিক্ষিত, দরিদ্র আহ্‌মদি তোমার প্রেরিত মসিহ্‌ ও মাহদীর (আঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জগৎবাসীকে সনাতন ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতে প্রণোদিত হইয়াছি। জগৎবাসী আমাদের শত্রুতা করিতে উদ্যত। তুমিই আমাদের সহায় এবং নির্ভর স্থল। তুমি আমাদিগকে ধৈর্য্য দান কর, আমাদের পদ দৃঢ় কর এবং আমাদিগকে ইসলাম প্রচার কার্য্যে কৃতকার্য্য কর, আমীন।

হজরত আমীরুল মোমেনীনের আহ্বান

من انصاری الی الله

আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সহায় হইবে

১। তাহ্‌রিকে জদীদের তৃতীয় বর্ষের আহ্বান ঘোষণার পর মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে আপনি কি আপনার কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন ?

২। তাহ্‌রিকে জদীদ সংক্রান্ত **ওয়াদা** করিবার শেষ তারিখ বঙ্গদেশের জন্য ৩০শে এপ্রিল, **১৯৩৭ ইং**। সেই তারিখের পর আর কাহারও ওয়াদা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। মোমেনের বিশেষত্ব এই যে সে পুণ্য কার্য্যে অগ্রগামী হয়। সুতরাং ৩০শা এপ্রিলের পূর্ব্বে ওয়াদা জ্ঞাপন করাই কেবল আপনার কর্ত্তব্য নহে, বরং যত অগ্রে আপনি ওয়াদা প্রণ করিবেন তত অধিক পুণ্যের অধিকারী হইবেন।

৪। তাহ্‌রিকে জদীদের ওয়াদা **পূর্ণ** করিবার শেষ তারিখ বঙ্গদেশের জন্য ৩০শে এপ্রিল, **১৯৩৮ইং**; কিন্তু যে যত সত্বর তাহার দেয় টাকা আদায় করে সে তত অধিক পুণ্যের অধিকারী হইবে।

৫। টাকা যত শীঘ্র সংগৃহীত হয় ততই অধিক তাহা দীনের খেদমতে লাগিতে পারে।

৬। শত্রু তাহার পূর্ণ শক্তি সহকারে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে অভিযানে রত। ইসলাম ও আহ্‌মদীয়ত আপনার নিকট হইতে যথাসম্ভব কোরবাণীর প্রত্যাশা করে। খোদাতায়ালার এবং শয়তানের দলের বৈষম্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

৮। এই তাহ্‌রিকের সংবাদ প্রত্যেকের নিকট পৌছান একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এই সংবাদ আপনার ভ্রাতাকে পৌছান, এবং তাহাকে এই আহ্বানে যোগ দিতে উৎসাহিত করাও আপনার জন্য পূণ্য কাজ। যে ব্যক্তি আপনার তাহ্‌রিকের ফলে এই আহ্বানে যোগ দেয়, কিম্বা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কোরবাণী করে, তাহার সেই কার্য্যের পুণ্যে আপনিও অবশ্য ভাগী হইবেন।

৯। খোদাতায়ালা নিজ কার্য্যে বান্দার মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিই ধন্য যাহার হাতকে খোদাতায়ালা নিজের হস্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি খোদাতায়ালার বরকত (আশীষ) ও রহমতের (অনুগ্রহের) নিশ্চয়ই অধিকারী হয়।

১০। তাহরিকে জদীদের দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা যে ব্যক্তি বা জমায়াতের অনাদায় আছে তাহাদেরও অবিলম্বে তাহা আদায় করিয়া দেওয়া উচিত।

খাক্‌সার

মীর্জা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

নব-বর্ষের পয়গাম। *

অদ্যকার 'জুমা' নব-বর্ষের প্রথম। তারপর আজ বর্ষের প্রথম দিন। এই জুমায় ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সঙ্কল্প স্থির করিতে হইবে, যেন তাহা নব-বর্ষে আমাদের মধ্যে উৎসাহ ও পরিশ্রমের উদ্দীপনা জন্মায়। 'নেক' কাজ হইতে অনেকের বঞ্চিত থাকিবার কারণ **উদ্দেশ্যের অভাব**। তাহারা অবসর থাকা কালে 'অতিরিক্ত সময়' কিসে ব্যয় করিতে হয় তাহা জানে না। তজ্জন্য সেই সময় তাহারা আলস্যে কাটায়, কিন্তু সাধু সঙ্কল্প সমূহের একটি 'তালিকা' প্রস্তুত করিয়া মনে রাখিলে, অবসর সময়ে তাহা পূর্ণ করিবার 'প্রেরণা' আপনাপনি হইতে থাকে এবং এমন অনেক কাজ করা যায়, যাহা হইতে অন্য ভ্রাতারা পূর্ব্বে উদ্দেশ্য স্থির না করায় বঞ্চিত থাকে।

অদ্যকার দিন আমি সকল বন্ধুগণের মনযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিতেছি, আপনারা মনে মনে দৃঢ়ভাবে এই **প্রতিজ্ঞা করুন** যে, আহ্‌মদীয়তের দিক দিয়া যে সমস্ত দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে, তৎসমুদয় সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক আপনাদের জীবন তদনুযায়ী গঠন করিবেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে **আহ্‌মদীয়ত কোন আঞ্জোমন বা সোসাইটির নাম নহে—ইহা ইসলামের নামান্তর মাত্র**। ইস্‌লাম একটি ব্যাপক শিক্ষার সমষ্টি। ইহা ধর্ম্ম সম্বন্ধেও পথ নির্দ্দেশ করে; ইহা নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা, রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও অর্থ-নীতি সম্বন্ধেও পথ প্রদর্শন করে; ইহা মনোবৃত্তিকেও চালনা করে; ইহা মানব-মস্তিষ্কের গতি নির্ণয়েও সহায়তা করে; ইহা মানবের অনুভূতি ও ভাব প্রবাহের উত্থান পতনেও যথার্থ নেতৃত্ব করে। বস্তুতঃ, আকাশের নিম্নে এবং জমিনের উপর এমন কোন বিষয় নাই, যৎ-সম্বন্ধে ইসলাম কোন না কোন নির্দ্দেশ না করে। যদি কেহ আহ্‌মদীয়ত গ্রহণের পর এ জন্য সন্তুষ্ট হয় যে, সে ইসার (আঃ) মৃত্যু স্বীকার করিয়াছে, কিম্বা প্রতিশ্রুত মসিহের (আঃ) আগমনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, কিম্বা রীতিমত নামাজ পড়ে, নিয়মানুযায়ী রোজা রাখে, জাকাত দেয় এবং সামর্থ্য থাকায় হজ-ব্রত পালন করিয়াছে এবং ইহাতেই মনে করে যে, তাহার আহ্‌মদীয়ত পালন সম্পন্ন হইয়াছে, তবে ইহা এমনই ব্যাপার, যেন কেহ সমুদ্র হইতে এক গ্লাস জল তুলিয়া মনে করিল যে সমুদ্র তাহার মুষ্টিবদ্ধ হইয়াছে। যদি কেবলমাত্র এই পাঁচ সাতটি বিষয়েরই নাম ইসলাম, তবে এমন সুবৃহৎ কোরান শরীফ অবতীর্ণ করিবার প্রয়োজন কি ছিল? এসব কথা দুই তিন রুকু মধ্যে বর্ণিত হইতে পারিত। সুতরাং, যে ব্যক্তি এই কয়েকটি আদেশ পালন করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের সম্বন্ধে কোরান করীমে আল্লাহ্‌তালা বলেন, "তোমরা কি কোরানের কতকাংশ বিশ্বাস কর এবং কতকাংশ বিশ্বাস কর না?" তৌহীদের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ব্যাপক শিক্ষা আল্লাহ্‌তা'লা প্রদান করিয়াছেন, কিম্বা নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি বা ব্যবসা ও সামাজিক ব্যবহার সংক্রান্ত যে বিস্তৃত শিক্ষা তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কে পালন করিবে? কোরান করীমের এই সকল অংশ কি অব্যবহৃত থাকিবে? ইহাদের প্রতি লক্ষ্য মোসলমান বই কি অন্যে করিবে? কোরান করীমের সকল মর্ম্ম ও সকল শিক্ষা সঞ্জীবিত করা আহ্‌মদীয়া জমাতেরই 'ফরজ' এবং কর্ত্তব্য—সেই শিক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধেই হউক, ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধেই হউক, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধেই হউক বা ব্যবসা ও অর্থনীতি সম্বন্ধেই হউক। কারণ জগত এই সমুদয় বিষয়ের জন্য পিপাসিত, এবং এই ঐশী জ্ঞানের পানীয় ভিন্ন ইহা সঞ্জীবিত হইতে পারে না। খোদাতা'লা জগতের এইরূপ মৃতাবস্থা দেখিয়াই তাঁহার মামুর বা আদিষ্ট সংস্কারককে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের জমাত জীবনের **প্রত্যেক বিভাগে** ইসলামের শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, এবং যতদূর পর্য্যন্ত তাহারা 'আমল' করিবার সুযোগ পায়, ততদূর স্বয়ং 'আমল' করিবে এবং যে সমস্ত ক্ষেত্র এখনও তাহাদের হস্তগত হয় নাই বা যাহাতে তাহারা এখনও আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই তাহা আয়ত্বাধীন করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে।

স্মরণ রাখিও, রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ও সামাজিক

---

* সুরা ফাতেহা পাঠের পর হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইয়েদাহুল্লাহ) ১লা জানুয়ারী, শুক্রবার, এই খোৎবা প্রদান করেন। ইহা মৌঃ মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার সাহেব দ্বারা অনুদিত হইয়া অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। —সঃ, আঃ

বিষয় শাসন কর্ত্তৃত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের 'নেজাম' (সংগঠন) সুদৃঢ় না করিব এবং **তবলীগ** ও **শিক্ষা** দ্বারা শাসন কর্ত্তৃত্ব ও সাম্রাজ্য সমূহ হস্তগত করিবার চেষ্টা না করিব, আমরা ইস্‌লামের যাবতীয় শিক্ষা প্রচলন করিতে পারিব না। অতএব ইহাতে সন্তুষ্ট হইও না যে তরবারির **'জেহাদ'** আজকাল নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিম্বা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করা গিয়াছে। যুদ্ধ বন্ধ করা হয় নাই, যুদ্ধ-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পদ্ধতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কঠিন। কারণ অসি সাহায্যে দিগ্বিজয় সহজ, কিন্তু যুক্তি প্রমাণ দ্বারা **হৃদয় জয়** করা কঠিন।

সুতরাং মনে করিও না, আমাদের জন্য দেশ ও সাম্রাজ্য বিজয় নিষিদ্ধ হইয়াছে, বরং সাম্রাজ্য ও দেশ সমূহ জয় করা আমাদেরও তেমনই প্রয়োজন, যেমন রসুল করিমের (সাঃ) সাহাবাগণের (রাঃ) প্রয়োজন ছিল। প্রভেদ শুধু এই যে তাঁহারা লৌহ-তরবারির সাহায্যে এ কার্য্য সাধন করেন, আমাদিগকে কোরান শরীফের যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ইহা সাধন করিতে হইবে।

সুতরাং এখনো শান্তনা লাভ করিও না। তোমাদের গন্তব্য স্থান বহু দূর। তোমাদের কাজ অতীব কঠিন। তোমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। তোমরা একটি মহাবিপদসঙ্কুল অবস্থা অতিক্রম করিতেছ। তোমাদের দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও খোদাতা'লা তোমাদের প্রতি সেই ভার সমর্পণ করিয়াছেন, যাহা উত্তোলন করিতে আসমান, জমিনও কম্পিত হয়। জগতের রাজশক্তিগুলি কোন একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ভয় প্রকাশ করে; কিন্তু তোমাদিগকে খোদাতা'লা আদেশ করিয়াছেন যেন কোরানের অসি হস্তে সমগ্র রাজশক্তিগুলি একই সময়ে তোমরা আক্রমন কর; হয়ত এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে হইলে তাহার জন্য প্রস্তুত হও, কিম্বা খোদা ও তাঁহার রসুলের জন্য এই দেশসমূহ জয় করিতে পার। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিও না। তোমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিও। জীবনের যে কোন বিভাগেই লিপ্ত থাকুক না কেন, প্রত্যেক আহমদীর সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্যস্থল মাত্র একটি থাকিবে— **ইসলামের জন্য বিশ্ব বিজয়**। আমাদের প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাঁহার ব্যবসায়ে, প্রত্যেক শিল্পী তাঁহার শিল্প কার্য্যে, প্রত্যেক শিক্ষক তাঁহার অধ্যাপনায়, প্রত্যেক কাজী তাঁহার বিচারে ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। বস্তুতঃ, যে কাজেই থাকুক না কেন, প্রত্যেক আহমদীকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যেন তাঁহার কার্য্যের ফলে খোদা ও তাঁহার রসুলের জন্য জগৎ বিজীত হয়। যদি আমাদের সকল বন্ধুগণ এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখেন, তবে তাহাদের মানসিকতা এমন উৎকর্ষতা লাভ করিবে যাহা জগতের কোন জাতিই লাভ করিতে পারে নাই।

এখন তোমরা কূপ-মণ্ডূক স্বরূপ। তোমাদের লক্ষ্য এখনও অতি ক্ষুদ্র। তোমরা এইটুকুও জান না যে খোদাতা'লা তোমাদের প্রতি কি কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছেন; অথচ কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে কার্য্যের পরিমাণ জানা আবশ্যক। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ চাঁদা প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হয়। কেহ কেহ রোজা রাখিয়া প্রফুল্ল হয়। তাহারা জানে না যে এই বিধানগুলি ইসলামের শিক্ষা-সমুদ্রের বিন্দুতুল্য। সুতরাং আমাদের বন্ধুগণের পক্ষে এই ঐশী আন্দোলন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ইস্‌লামের শিক্ষা সমূহের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখা এবং জগতে যত প্রকার অন্যায়ের উদ্ভব হইতেছে তাহা দুরীকরণের প্রচেষ্টা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। কোন একটি সঙ্কীর্ণ খেয়ালের মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ করিতে নাই।

কোরান শরীফ এবং হাদিস উভয়েই উক্ত হইয়াছে যে মোমেনের জন্য ন্যূনতম পুরস্কার আসমান ও জমিন। সুতরাং যে পর্য্যন্ত মোমেনের 'আমল' আস্‌মান ও জমিন পরিব্যাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত আস্‌মান ও জমিন কিরূপে সে লাভ করিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে কোরান শরীফ ও হাদিসের উদ্দেশ্য মোমেনের চিন্তা-ধারা ও কর্ম্ম আস্‌মান ও জমিনের সমগ্র বস্তু যেন বেষ্টন করে এবং মোমেন আস্‌মান ও জমিনের অন্তর্গত যাবতীয় বিষয়ের 'এস্‌লাহ্' করে বলিয়া আল্লাহ্‌তালা ইহার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে আসমান ও জমিন সমর্পন করেন; নতুবা যে ব্যক্তি এক বিঘত জমির সংস্কারে ব্যপৃত থাকে, আস্‌মান ও জমিন প্রাপ্ত হইবার অধিকার তাহার কোথায়? সে ত সেই বিঘত পরিমিত স্থানের হক্‌দার হইতে পারে মাত্র।

যদি তোমরা কামেল মোমেন বলিয়া পরিগণিত হইতে চাও এবং খোদাতা'লার 'ওয়াদা' অনুযায়ী আস্‌মান ও জমিন পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর, তবে জমিন ও আস্‌মানের 'এস্‌লাহের' প্রতি মনোনিবেশ কর; ইহাদের কোন একটি কোণের এসলাহও যেন তোমাদের সংকল্প ও প্রচেষ্টার বহির্ভূত না থাকে। অবশ্য, আমি স্বীকার করি, কোন কোন মানুষের পক্ষে চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কোন কার্য্যেসাধন সম্ভবপর

হয় না, কিন্তু 'এরাদা' বা সঙ্কল্প পোষন করা অসম্ভব নহে। 'আমল' আপনাদের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন নহে বটে, কিন্তু সঙ্কল্প খোদাতা'লা সম্পূর্ণরূপে আপনাদের আয়ত্বাধীন করিয়াছেন।

সুতরাং, প্রথমতঃ, তাহা করুন, যাহা খোদাতা'লা আপনাদের আয়ত্বাধীন করিয়াছেন, তারপর প্রত্যাশা করুন, যেন খোদাতা'লা আপনাদিগকে সেই বিষয়েও কর্তৃত্ব প্রদান করেন, যাহা তিনি স্বহস্তে রাখিয়াছেন। কারণ দাস একটি কার্য্য সমাধা করিলে প্রভু অন্য কার্য্য তাহার সপোর্দ্দ করেন। সংকল্প আপনাদের আয়ত্বাধীন, আপনারা ইহার সংস্কার সাধন করুন। তারপর খোদাতা'লা আপনাদের 'আমল' যাহা আপনাদের আয়ত্বাধীন নহে, স্বয়ং সংশোধন করিবেন এবং তাহা করিবার জন্য আপনাদিগকে সামর্থ্য প্রদান করিবেন।

আমি আল্লাহ্-তা'লার নিকট দোয়া করি, তিনি আমাদের জমাতের সকলের মনোবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ ও সুপ্রসারিত করুন। যে সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা এখন বহু লোকের মনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে আল্লাহ্-তা'লা ইহার 'এস্‌লাহ' করুন। ইস্‌লামের শিক্ষার ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি সকল আ'হ্‌মদীদিগকে প্রদান করুন এবং যেরূপ খোদাতা'লা অপার মহিমা ক্রমে আপনাদিগকে এ যুগে আধ্যাত্মিক সম্রাট পদে বরণ করিয়াছেন, সেইরূপ আপনারাও স্বয়ং আপনাদের পদমর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের সকল বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন ও তাহা সংরক্ষণ করিতে যত্নবান হওন।

হে খোদা, তুমি এরূপই কর, আমীন!

তাহ্‌রিক জদীদের তৃতীয় বর্ষ ১ম ডিসেম্বর, ১৯৩৬ হইতে আরম্ভ
আত্ম-ত্যাগই খোদালাভের উপায়

যদিও আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়, জ্বর আছে, তথাপি আমি অদ্যকার খোৎবা তাহরিক জদীদের তৃতীয় বর্ষের আহবান ঘোষণা করিবার জন্য প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে 'তাহরিক জদীদ' আরম্ভ করার কালে, এই তাহরিক কি আকার ধারণ করিবে, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। সম্ভবতঃ, এখনও ইহার ফলাফল সম্বন্ধে অনেকে অপরিজ্ঞাত, কিন্তু আমি জানি, প্রকৃত পক্ষে এই তাহরিকে খোদাতায়ালার হস্ত রহিয়াছে।

নবাগতদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য খোদাতা'লা আমাদিগকে যে সমস্ত সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাহার ফলে আমাদের জামাত ক্রমেই সেই জাগরণ ও ত্যাগ (কোরবাণী) হইতে বঞ্চিত হইতেছিল, যাহা ব্যতীত কোন 'রুহানী' বা আধ্যাত্মিক জাতি কৃতকার্য্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ আমাদের কার্য্যকলাপ একটি সুসংগঠিত সমিতির আকার ধারণ করিতেছিল—যথা, চাঁদা গ্রহণ ও তাহা সামাজিক কিম্বা শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনে ব্যয় করা: এবং যাহা ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য—অর্থাৎ হৃদয় খোদার প্রেমে বিলীন করা, জগতে অবস্থান করিয়াও তাহা হইতে নির্লিপ্ত থাকা, বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়েব উন্নতি করা, লোক-সমাজে থাকিয়াও খোদাতায়ালার নিকটে থাকা, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়াও মৃতবৎ থাকা এবং খোদার আদেশ ও ইচ্ছা পালনে স্বতঃই অগ্রসর হওয়া,—ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীনতার উদ্ভব হইতেছিল। তখন খোদাতা'লা ইচ্ছা করিলেন যে, তাঁহার করুণা ও অনুগ্রহ ধরায় পুনঃ অবতীর্ণ হউক এবং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য জীবন প্রাপ্ত হউক।

ছোটদের পোষাক ও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পোষাকে পার্থক্য আছে। সেইরূপ নবাগতের অবস্থায় ও পূর্ণ উন্নতি প্রাপ্ত লোকের অবস্থায়ও প্রভেদ আছে। শিশু কখনো উলঙ্গ হইয়া বিতরণ করে এবং কখনো বা বস্ত্র পরিধান করে। তাহার এই উভয় অবস্থার মধ্যে কোনটিরই কেহ প্রশংসা বা নিন্দা করে না। সেইরূপ রুহানিয়তের প্রাথমিক অবস্থায় ঐশী জমাতসমূকে কোন কোন বিষয়ে ঢিল দেওয়া হয়। পরে এমন সময় উপস্থিত হয় যখন দুর্ব্বল ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে তারতম্য করা হয় এবং কপট

* সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হজরত অমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ (আইঃ) যে খোৎবা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্তৃক অনুদিত হইয়া অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইল—সঃ, আঃ।

ও বিশ্বাসী মোমেনের পার্থক্য প্রদর্শিত হয়। তখন খোদাতা'লা উল্লিখিত রূপ ঢিল দেওয়া পরিত্যাগ করেন, এবং জগতে ধর্ম্ম সগৌরবে সংস্থাপিত হয়।

কোরান করীমের অবতরণ

কোরান করীম সর্ব্ব সত্যের সমষ্টি গ্রন্থ। কোন মানুষ ইহা অবতীর্ণ করে নাই। সর্ব্বজ্ঞ খোদা ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল বিষয় সুরক্ষিত ভাবে বিদ্যমান। তাঁহার পক্ষে অনন্ত ও অনাদি সকলই সমান। তাঁহার জন্য ভূত বা ভবিষ্যৎ নাই। যাহা হইয়া গিয়াছে সেই অতীত বিষয়ই হওক, বা গুপ্ত ভবিষ্যৎ বিষয়ই হউক—সকল বিষয় তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান। সমগ্র কোরান করীম একই সময় অবতীর্ণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। তাঁহার, না ভাবিবার দরকার ছিল, না চিন্তা করিবার। রচনার জন্য তাঁহার কোন সময়ের আবশ্যক ছিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি কোরান করীম ক্রমশঃ ২৩ বৎসরে কেন অবতীর্ণ করেন? ইহাতে এই হেকমত্ ছিল যে ক্রমে ক্রমে শিক্ষা অবতীর্ণ হউক এবং ইমানের প্রাথমিক অবস্থায় মোমেনদের উপর যেন সহসা বোঝা না পড়ে। দুই চারিটি আয়েত করিয়া মোমেনগণ পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অভ্যস্ত হওয়ার পরে আরো আয়েত অবতীর্ণ হইতে লাগিল এবং হুকুমের পর হুকুম, হেদাএতের পর হেদাএত্, ফরমানের পর ফরমান অবতীর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে সেই দিন উপস্থিত হইল, যখন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হজ্‌কালে এক বিরাট্ জনতায় উষ্ট্রারোহন পূর্ব্বক জগৎ সমক্ষে এই সুসংবাদ ঘোষণা করিলেন,—

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى

অর্থাৎ, "আমি অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য আমার আশীষ পূর্ণ করিয়াছি।"

অদ্য কথায় ইহা মোমেনদের ইমানের পরিপক্কতার নিদর্শন স্বরূপ ছিল। তাহাদের আধ্যাত্মিক দেহের অস্থি দৃঢ় ও কোমর শক্ত হইয়াছে। কাজেই খোদাতা'লা তাঁহার আমানতের সম্পূর্ণ বোঝা মানুষের পৃষ্ঠে সমর্পণ করিলেন। কারণ সুদীর্ঘকাল পরীক্ষাময় জীবন যাপন করিয়া মানুষ এ কথার পরিচয় দিয়াছিল যে, যে বোঝা উত্তোলনে পর্ব্বতও কম্পমান ছিল, তাহা মানুষ আত্ম-নাশ ও আত্ম-বিস্মরণ করিয়া প্রেমভরে উত্তোলন করিতে প্রস্তুত।

হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে, এই সুদীর্ঘ সময়ে কোরান করীম অবতীর্ণ হওয়ায়, ইহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে, কোন কোন সাহাবা (রাঃ) যাঁহারা আন্তরিকতার দিক দিয়া কোন অংশে কম ছিলেন না, খোদার পথে শহীদ হইয়া গেলেন এবং তাঁহারা 'কামেল কিতাব' দেখিবার সুযোগ পান নাই। এ ভাবে হয়ত তাঁহাদের ইমান অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল।

কোরান করীমেও এই প্রশ্নের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এখনো কাহারো কাহারো মনে এরূপ ভাবের উদ্রেক হইতে পারে। তাহাদের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইমানের পূর্ণতা দুইভাবে হইয়া থাকে— (১) আমলের পূর্ণতা দ্বারা, এবং (২) ইমানের পূর্ণতা দ্বারা। যাহারা ইমানের পূর্ণতা লাভ করে, তাহাদের পক্ষে আমলের পূর্ণতা লাভ করা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তাহাদের সেই ইমানের পূর্ণতার অধীনে তাহাদের 'আমল' (কর্ম্ম) বহির্দ্দেশীয় প্রেরণা ব্যতিরেকে আপনাপনিই এরূপ আকারে গড়িতে থাকে যে তাহা খোদাতা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পাদিত হয় এবং খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

রসুল করিমের (সাঃ) আমলের রহস্য

প্রকৃত পক্ষে, আমলের বিস্তৃত ব্যবস্থা দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে সবল করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। 'কামেল' (পূর্ণত্ব প্রাপ্ত) পুরুষ 'শোকরগুজারী' বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাহা পালন করেন। খোদাতায়ালা 'কামেল' মানুষকে বিধি নিষেধ পালন করিবার আদেশ এই জন্য দিয়াছেন, যেন দুর্ব্বল মানুষ 'কামেল' পুরুষের অনুকরণে 'আমল' পরিত্যাগ না করে।

সুতরাং যদিও আমলের বিস্তৃত ব্যবস্থা সিদ্ধপুরুষ ও দুর্ব্বল মানুষ এই উভয়ের জন্যই রহিয়াছে, কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের রহস্য দুই ক্ষেত্রে দুইরূপ। এ কারণেই হজরত আয়েশা (রাঃ) একবার আঁ-হজরতের (সাঃ) দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার ভূত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটি সমূহ ক্ষমা করিয়াছেন, তিনি কেন স্বয়ং এবাদতের (উপাসনার) প্রতি এত জোর দেন, তখন তিনি (সাঃ) প্রত্যুত্তরে বলেন,—

افلا اكون عبدا شكورا

"আয়েশা, আমি কি শোকরগুজার (কৃতজ্ঞ) হইব না?" অর্থাৎ, লোকে আমল করে তৎসাহায্যে 'কামেল' (সিদ্ধপুরুষ) হওয়ার জন্য; তিনি 'আমল' করেন খোদা তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষরূপে সৃষ্ট করার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

এই হাদিস 'আমলের' মর্ম্মগত কথা ব্যক্ত করিয়াছে। স্বয়ং কোরান করীমের সেই আয়েত যাহা হজরত আয়েশা (রাঃ) উল্লেখ করেন এবং যাহা আধ্যাত্মিক অন্ধেরা সর্ব্বদাই আপত্তিকর মনে করে, সেই আয়েতেরও ইহাই অর্থ যে, আল্লাহ্-তা'লার নবী 'কামালত' বা সিদ্ধি লাভের জন্য 'আমল' করেন না, কারণ 'আমল' দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইতে পারিত তাহা খোদা নিজেই তাঁহার জন্য উৎপন্ন করেন, এখন তিনি যাহা করেন, তাহা শোক্‌রগুজারী বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য করেন।

এই প্রশ্নের সমাধান আরো একটি উপায়ে করা যায়। নবী প্রথমতঃ 'নবী' হন, তৎপর শরিয়ত প্রতিপালন করেন। সাধারণ মোমেন পূর্ব্বে আমল করে, তারপরে রুহানী (আধ্যাত্মিক) পদ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমি যে অন্তর্নিহিত সত্য বর্ণনা করিয়াছি তদ্বারা এই আপত্তিকর সমস্যা দূরীভূত হয় যে,—শরীয়ত পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত সাহাবা (রাঃ) অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন তাহাদের আধ্যাত্মিকতা পূর্ণতালাভ করে নাই।

শহীদের আত্মোন্নতি

একথা সুস্পষ্ট যে যাঁহারা খোদাতায়ালার পথে নিহত হইয়াছেন তাঁহারা পূর্ণ ইমান দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিত্ত ইমানের তেজ দ্বারা সেই সবকিছুই প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা বিস্তৃত আদেশ পালনক্রমে অন্যান্যদের লভ্য ছিল। এজন্যই আল্লাহ্-তা'লা, তাঁহাদিগকে মৃত বলিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে চিরঞ্জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাঁহাদের উন্নতি এক অবস্থায় স্থগিত থাকে না, বরং এজগতে অবস্থানকারী পুণ্য-কর্ম্মশীল ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহারাও উন্নতি করিতে থাকেন।

বস্তুতঃ, মানুষের উন্নতির জন্য বিশেষ কোর্‌বানী বা ত্যাগের প্রয়োজন; কিন্তু মানবীয় দুর্ব্বলতা প্রাথমিক অবস্থায় কোন কোন সুবিধা অন্বেষণ করে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আল্লাহ্-তা'লা এক দিনেই ধর্ম্ম-বিধান বা শরীয়তকে পূর্ণতা প্রদান করেন না, বরং সুদীর্ঘ সময়ে আদেশাবলী পূর্ণ করেন।

'শরীয়ত' সহ ও শরীয়ত ব্যতিরেকে নবীর জমাত ও তাহাদের অবস্থা

ইহা-ত তাঁহাদের কথা, যাঁহারা শরীয়ত আনয়নকারী নবিগণের যুগ প্রাপ্ত হন, পক্ষান্তরে যে সমস্ত নবী শরীয়ত ব্যতিরেকে আগমণ করেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ পূর্ণ করেন অর্থাৎ সেই সমস্ত গ্রন্থের শিক্ষাসমূহ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদের জমাতের দুর্ব্বলতার প্রতি আল্লাহ-তা'লা অন্যভাবে লক্ষ্য রাখেন। 'শরীয়ত' পূর্ব্ব হইতে পূর্ণ থাকে বলিয়া আদেশাবলীর দিক দিয়া তাঁহাদের কোন সুবিধা করা হয় না; সুতরাং 'মোজাহাদা ও কোরবানী' (ত্যাগ ও সংগ্রাম) তাঁহাদের জন্য সহজ করা হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের প্রতি ইহার ভার সমর্পিত হয়। অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন খোদাতা'লা তাঁহাদের সম্মুখে এই সর্ত্ত উপস্থিত করেন—

"হয়ত সম্পূর্ণরূপে তোমরা আপনাদিগকে আমার সপোর্দ্দ কর, নতুবা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যাও। তোমাদিগকে যতখানি অবসর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাহা আমি দিয়াছি। এখন আমার 'রহ্‌মত' (দয়াগুণ), আমার আশীষ সমূহ পূর্ণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আমি তোমাদিগকে মনোনীত করিতে চাই। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণকে যে ভাবে আমি নির্ব্বাচিত করিয়াছি, সেই ভাবে তোমাদের নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাই। আমি তোমাদের অন্তঃকরণ আমার প্রেম ভিন্ন অন্য সকল মোহ হইতে মুক্ত করিতে চাই—সেই মোহ সন্তানেরই হউক, স্ত্রীরই হউক, পানাহার বা পোষাক পরিচ্ছদেরই হউক, পিতা-মাতা, পদগৌরব বা সম্মানেরই হউক, কিম্বা অর্থেরই হউক, তৎসমুদয় হইতেই আমি তোমাদের অন্তঃকরণ পরিত্র করিতে চাই।"

যাহারা এই আহবানে সাড়া দেয়, তাহারাই খোদাতা'লার 'বরকত' সমূহের অংশ লাভ করে। অপরাপর যাহারা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে এবং শর্ত্ত উপস্থিত করে, তাহাদিগকে খোদার 'দরগাহ' হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। কারণ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আধ্যাত্মিক উন্নতি শুধু নমুনা স্বরূপ ছিল। গ্রাহক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিঠাইওয়ালা যেমন অল্প অল্প মিঠাই লোকদিগকে খাইতে দেয়,

তৎপর সে আশা করে, লোকে পয়সা দিয়া তাহার মিঠাই খরিদ করিবে, সেইরূপ ঐশ্বরিক জমাতকে প্রথমতঃ নমুনা স্বরূপ কিছু বর ও মর্য্যাদা প্রদান করা হয়। আজীবন কেহ নমুনার মিঠাই খাইতে চাহিলে দোকানদার তাহাকে মিঠাই দিবে না। সেইরূপ খোদাতা'লাও তাহাদিগকে তাঁহার দরগাহ্‌ হইতে বহিষ্কৃত করেন, যাহারা কেবল নমুনাই চায় এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়া জিনিষ গ্রহণ করিতে চায় না। 'এখ্‌লাস্‌' ও 'তাক্‌ওয়ার' সহিত যাহারা আহ্‌মদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের জমাতের এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন যে আহ্‌মদীয়ত গ্রহণ করিবার পরে আল্লাহতা'লা বিশেষরূপে তাঁহার প্রতি আশীষ বর্ষণ করিয়াছেন এবং রুহানিয়তের কোন কোন দ্বার তাঁহার জন্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

সকল আহ্‌মদিরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উপরোক্ত অবস্থা তাহাদিগকে নমুনা স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছিল, যেন তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের মূল্য বুঝিতে পারেন এবং উহার স্বাদ গ্রহণ করেন। এখন যদি তাঁহারা চান যে সেই স্বাদ স্থায়ীভাবে থাকে ও বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাদের রসনা যে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে তদ্বারা উদর পূর্ণ হয় ও তাহা হইতে উত্তম রক্ত উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদের মস্তিষ্ক, চিত্ত ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রতঙ্গ শক্তি প্রাপ্ত হয়—তবে তাঁহাদিগকে সেই মূল্য দিতে হইবে যাহা পূর্ব্ববর্ত্তিগণ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের জন্য অন্য কোন পথ খোলা নাই।

ত্যাগেই প্রেমাস্পদের মিলন লাভ হয়

'কোরবাণী দ্বারাই লোকে প্রেমাস্পদের নিকট উপনীত হয়। মৃত্যুই সেই পথ, যাহা আমাদিগকে আমাদের প্রেমাস্পদের নিকট পৌছায়। সুতরাং, এই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও এবং সেই সকল কার্য্য কর, যাহা মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে। সকল কাজের জন্যই প্রাথমিক অনুশীলন আবশ্যক। তদ্রূপ পূর্ণ আত্ম-ত্যাগ বা কোরবানীর জন্য প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ত্যাগের প্রয়োজন। তাহ্‌রিক-জদীদের প্রথম পর্য্যায় জমাতকে এই ক্ষুদ্র কোরবানীগুলির প্রতি আহবান করিয়াছে। যাহারা এই সামান্য কোরবানীগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, খোদাতা'লা তাঁহাদিগকে বড় বড় কোরবানী করিবার জন্য সুযোগ ও সামর্থ্য দান করিবেন। তাঁহারা খোদাতা'লার কোরবানীর ছাগ স্বরূপ হইবেন যেমন ইসা (আঃ), মুসা (আঃ), দাওদ (আঃ), সোলেমান (আঃ) এবং আরো সহস্র সহস্র কামেল বান্দা বা সিদ্ধপুরুষ খোদাতায়ালার কোরবানীর ছাগ ছিলেন। তাঁহারা খোদার প্রেমের খর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রীবায় গ্রহণ করিয়াছেন। পার্থিব সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁহাদের পদমূলে লুণ্ঠিত। জাগতিক সকল পদ মর্য্যাদা তাঁহাদের সেবায় উৎসর্গীকৃত। দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্য তাঁহাদের গোলামীর জন্য কোরবান। **তাঁহারা খোদার এবং খোদা তাঁহাদের।**

আজ একজন জীবিত, মহাপ্রতাপান্বিত, শক্তিশালী, সুনিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যাধিপতিকে গালি দিয়া এক ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্তি হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারে এবং ধৃত না হইয়া পলায়ন করিতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বোক্তগণ যদিও সাধারণ মানুষের ন্যায় মানুষ ছিলেন এবং প্রথমতঃ দীনহীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং কেহ কেহ রাজাধিপতি হইলেও তাঁহাদের রাজত্ব পার্থিব প্রভাব প্রতাপের দিক দিয়া অনেক পার্থিব নৃপতি অপেক্ষা হীন ছিল, যদিও আজ তাঁহারা বহু স্তর মৃত্তিকাগর্ভে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারো বংশাবলীর কোন সন্ধান নাই এবং কাহারো কাহারো ওম্মতগণও লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি কোন মহাপ্রতাপান্বিত রাজাধিরাজও অসম্মান-জনকভাবে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিলে ভীষণ লাঞ্ছনা, দুর্গতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না। কারণ খোদার মধ্যে বিলীন হওয়ায় খোদার রাজত্বের সহিত তাঁহাদের রাজত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে। খোদার রাজত্ব যেমন লয় পায় না, তাঁহাদের রাজত্বও লয় পাইতে পারে না।

অনন্ত অনাদি রাজত্ব

আমি বলিয়াছিলাম তাঁহারা খোদাতা'লার বলির ছাগ স্বরূপ। ইহাতে আমার এই ইঙ্গিত ছিল যে, জবেহ হওয়ার পর একটি ছাগের মাংস যেমন মানুষের খাদ্যে পরিণত হইয়া অবশেষে মানুষ হইয়া যায়, সেইরূপ যাহারা খোদার বলির ছাগ হইয়া তাঁহার জন্য কোরবান হন, তাঁহারাও খোদাতা'লার সহিত মিলিত হইয়া যান। তাঁহাদিগকে অনন্ত অনাদি রাজত্ব প্রদান করা হয়। হয়ত কাহারো মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, অনন্ত রাজত্ব হইতে পারে, কিন্তু অনাদি রাজত্ব কিরূপে লাভ করা যায়? জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে, কাহারো পরিচিত হওয়ার পূর্ব্বে, তাঁহারা কিরূপে রাজত্ব লাভ করেন? এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, রসুল করিম (সাঃ) একবার বলিয়াছিলেন, "আমি তখনও 'খাতামান্নাবিইন' ছিলাম যখন আদম (আঃ) মৃত্তিকা ও জলে নিহিত ছিলেন।"

রসুল করীম (সাঃ) এই হাদিসে এই তত্ত্বই বর্ণনা করিয়াছেন যে, যিনি খোদার হইয়া পড়েন, তিনি আনাদি রাজত্ব প্রাপ্ত হন। ইহার বাহ্যিক পরিচয় এই যে, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ খোদাতা'লা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হন। এই কথার প্রতি কোরান করীমের

تقلبك فى الساجدين

বাক্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এখানে ساجد 'সাজেদ' অর্থ 'নেক্' ও সেজ্‌দাকারী নহে। ইহার অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যাহাহউক জগতের সকল ব্যাপার এমন ভাবে পরিচালিত হয় যেন ঐরূপ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং সেই আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন, যাহা সংস্থাপনের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে আবির্ভূত করেন। যেরূপ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনের পূর্ব্বে সহর সাজান হয়, পরিষ্কার করা হয়, পথে জল দেওয়া হয়, বড় বড় গেট্ নির্ম্মিত হয়, গৃহসমূহে চুন দেওয়া হয়—সেইরূপ উল্লিখিত 'কামেল' মহাপুরুষগণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা জগতের সৃষ্টিকাল হইতে ইহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার পদ্ধতি প্রচলিত রাখিয়া আসিয়াছেন।

এই নিমিত্ত তাঁহারা আবির্ভূত হইলে যে কার্য্য সাধন জগত-চক্ষে অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা সম্ভবপর হইয়া পড়ে। যাহা হউক আপনাদের ভাবিয়া দেখা আবশ্যক, যে অগনিত দোষ ত্রুটী মানব হৃদয়ে উৎপন্ন হইতেছিল এবং যে অনন্ত মরিচায় মানব মস্তিষ্ক ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহা বিদ্যমান থাকিতে খোদাতা'লা আপনাদের মত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে সেই শিক্ষায় ইমান আনয়নের তৌফিক দিয়াছেন, যাহা আঁ-হজরতের (সাঃ) মধ্যবর্ত্তীতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা হইতে পবিত্র করিয়া আবার সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।

ইহার একমাত্র কারণ সেই সর্ব্বজ্ঞ খোদাতা'লা সর্ব্বদাই জানিতেন যে এযুগে তাঁহার মসিহ্‌ (আঃ) অবির্ভূত হইবেন। তাই তিনি জগতের সৃষ্টিকাল হইতে জগতে সর্ব্বপ্রথম মানুষ অবির্ভূত হইবার অগণিত কাল পূর্ব্ব হইতে জগতের প্রত্যেক অণুকে এইরূপ ভাবে আন্দোলিত করিতেছিলেন যে, সমস্ত বিশ্বে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, যেন কোটি কোটি বৎসর পর তাঁহার মসিহ্‌ (আঃ) আবির্ভূত হইলে কোন কোন এরূপ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকেন, যাঁহারা তখনই কিম্বা নিকটবর্ত্তীকালে তাঁহার আহবানে সাড়া দেন এবং তাঁহার শিক্ষার দুগ্ধে পূর্ণ করিবার জন্য হৃদয় উপস্থিত করেন।

খত্‌মে-নবুওতের অর্থ

সুতরাং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) রাজত্বও যেমন অনন্ত, তেমন অনাদি। অন্যান্য সকল নবিগণ সম্বন্ধেও একই কথা। যে ব্যক্তি এই তত্ত্বটি বুঝিবে, সে সেই হাদিসও বুঝিতে পারিবে, যাহা রসুল করিম (সাঃ) 'খত্‌মে নবুওত' সম্বন্ধে বলিয়াছেন এবং যাহা এই মাত্র আমি উল্লেখ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অর্থ করিয়া দেখ, হয়ত তদ্বারা রসুল করিমের (সাঃ) অবমাননা করা হইবে কিম্বা আদম (আঃ) ও অন্যান্য নবিগণের অবমাননা হইবে। ইহাই এক মাত্র অর্থ যাহা এক দিকে রসুল করিমের (সাঃ) গৌরব প্রকাশ করে এবং অন্য দিকে অন্যান্য সমস্ত নবিগণেরও মাহাত্য প্রতিষ্ঠা করে।

অতএব, হে বন্ধুগণ, তোমাদের জন্য অনাদি, অনন্ত রাজত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত। তোমাদের মধ্যে যাহাদের সাহস আছে এবং যাহারা মৃত্যুদ্বার অতিক্রম করিয়া খোদাতে বিলীন হওয়ার সামর্থ্য রাখ তাহাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তাহাদের জন্যও সেই 'বরকত' ও সেই 'রহমত'সমূহ বিদ্যমান, যাহা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের জন্য ছিল।

আবশ্যক শুধু 'কোর্‌বানী' ও 'তাক্‌ওয়া'র*। ইহারই অন্য নাম 'মহব্বত-এলাহী' বা ঐশী-প্রেম। হৃদয়ে খোদার 'মহব্বত' জন্মিলে, অন্যান্য সমস্ত বিষয়াদি তন্মধ্যে আপনাপনি উপস্থিত হয়। খোদা যেমন সমস্ত বস্তুর বেষ্টনকারী, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান মধ্যে প্রত্যেক বস্তুই আছে, প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন এবং প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার শক্তির অন্তর্গত, সেইরূপ খোদার প্রেমও বেষ্টনকারী। ইহাতেও সকল বিষয়ই নিহিত; অর্থাৎ মানবের উন্নতির জন্য যে সমস্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রয়োজন আছে, তৎসমুদয়ই ঐশী-প্রেম হইতে আপনাপনি উদ্ভূত হয়।

সুতরাং হৃদয়ে খোদার 'মহব্বত' উৎপন্ন কর এবং ইহার অপরিহার্য্য ফলের অর্থাৎ কোর্‌বানীর লক্ষণ প্রকাশ কর। তাহা হইলে তোমাদের জন্যও খোদাতা'লার বিশেষ অনুকম্পা, সেইরূপই প্রকাশিত হইবে, যেরূপ আঁহজরতের (সাঃ) সাহাবাগণের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

* ত্যাগ ও ধর্ম্মশীলতা

তুমুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও আমাদের কর্ত্তব্য

জগতে তুমুল ঝটিকা উপস্থিত। মানুষ খোদাকে ভুলিয়া গিয়াছে। মোহাম্মদ রসুলল্লাহ্ (সাঃ) মানব-দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত। সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র যাঁহাকে খোদাতায়ালা জগতের 'হেদাএত' বা ধর্ম্ম পথ প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মানব-চক্ষে জ্যোতিঃ দান করিবার পরিবর্ত্তে, আপাততঃ হিংসুকদের অন্তঃকরণে অঙ্গার স্বরূপ দগ্ধ হইতেছেন, অর্থাৎ খোদার মসিহ্ (আঃ) জগতের হাসি বিদ্রূপের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়াছেন।

আমাদের সম্মুখে এক মহাকর্ম্ম রহিয়াছে—একটি নূতন জগৎ গঠন, নূতন জমিন ও আকাশ পত্তন করিতে হইবে। অতএব সাহসী হও। দৃঢ় সঙ্কল্প অবলম্বন কর। আশেপাশের মোনাফেকগণের প্রতি লক্ষ্য করিও না। কারণ মোমেন মোনাফেককে আকর্ষণ করে, মোনাফেক মোমেনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। রসুলকরিম (সাঃ) বলেন,—যে প্রাণে ইমান থাকে, তাহাকে অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলেও সে স্থানচ্যুত হয় না। আরো বলেন যে, 'ইহা ইমানের নিম্নতম স্তর'।

অদ্য আমি 'তাহরিক-জদীদের' সমস্ত 'মোতালেবার' প্রতি জমাতকে পুণরায় আহবান করিতেছি। আমি আশা করি, নবপর্য্যায়ের শেষাংশে আমার বন্ধুগণ এরূপ উচ্চ নম্বরসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, যেন খোদার ফজল বৃষ্টি ধারার ন্যায় তাঁহাদের উপর বর্ষিত হয়, শত্রুদের মন নিরাশাচ্ছন্ন হয় এবং মোনাফেকদের গৃহে মৃত্যুর ক্রন্দন উপস্থিত হয়।

এখনও অনেক কাজ আমাদের করিবার আছে। ইহা ত মাত্র প্রথম পদক্ষেপ। যদি ইহাতে জমাত দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করে, খোদার কাজ তাহাতে বন্ধ থকিবে না, কিন্তু শত্রুরা মসিহ্ মাউদের (আঃ) প্রতি বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইবে। এরূপ সকল গালি ও বিদ্রূপ, যাহা হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) কিম্বা তাঁহার জমাতকে প্রদত্ত হইবে, তাহার দায়িত্ব তাহাদেরই থাকিবে, যাহারা স্বীয় আমলের দুর্ব্বলতা বশতঃ শত্রুদিগকে ইহার সুযোগ দিবে।

অর্থ বিষয়ক তাহরিক—আন্তরিকতার আবশ্যকতা

অর্থ সংক্রান্ত তাহরিক আমি অদ্যকার খোৎবাতেই আরম্ভ করিতেছি। কারণ এই তাহরিকের জন্য কয়েক সপ্তাহ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে হয় এবং দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। যদি এ বিষয়ে বিলম্ব করা যায়, তবে বন্ধুগণের জন্য বাধা উপস্থিত হইবে। সুতরাং, আমি আজই এ সম্বন্ধে ঘোষণা করিতেছি। ১ম ডিসেম্বর হইতে তাহরিক জদীদের অর্থ বিভাগের তৃতীয় কিস্তি আরম্ভ হইবে। আমি বন্ধুগণের নিকট আশা করি, যতদূর সম্ভব তাঁহারা পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর অংশ গ্রহণে চেষ্টা করিবেন। কারণ মোমেন কখনও পশ্চাৎ-পদ হয় না, বরং যতই তাহাকে 'কোরবানী' উপস্থিত করিতে হয়, ততই তাহার 'এখ্লাস' ও আন্তরিকতা বৃদ্ধিলাভ করে।

যাহারা এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসর এই কোরবানী করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এখন তাহাদের মনে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে, কিম্বা যাহারা সেই প্রফুল্লতা অনুভব করে না, যাহা তাহারা গত কিম্বা তৎপূর্ব্ব বৎসর অনুভব করিয়াছিল, তাহাদিগকে কিছু বলিবার আমার দরকার নাই, তাহাদের বন্ধুবান্ধবের নিকট কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই এবং তাহাদের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রের নিকট কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের উচিত যে, নীরবে কোন নির্জ্জন স্থানে স্বীয় খোদার সম্মুখে তাহাদের মস্তক মৃত্তিকায় সংস্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তঃকরণে যতটুকু ইমানই অবশিষ্ট রহিয়াছে, তদবলম্বণে ক্রন্দন করে, কিম্বা অন্ততঃ রোদন মূর্ত্তি ধারণ করে এবং খোদা-তা'লার সম্মুখে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করে ঃ—

"হে আমার খোদা, যাহারা বীজ বপণ করিয়াছিল, তাহাদের বৃক্ষে ফল ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। তাহারা প্রফুল্ল, কারণ তাহাদের জন্য ও তাহাদের বংশধরের উপকারার্থ আধ্যাত্মিক বাগান প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু হে আমার রাব্ব, আমি দেখিতেছি, যে বীজ আমি বপন করিয়াছিলাম তাহাতে অঙ্কুর পর্য্যন্ত জন্মায় নাই। জানি না, আমার অহঙ্কারজনিত কোন পাখী তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে কিনা, অথবা আমার পশুত্ব জনিত কোন হিংস্র জন্তু তাহা পদমূলে বিধ্বস্ত করিয়াছে কিনা, কিম্বা আমার কোন গুপ্ত পাপ ফল প্রস্তর স্বরূপ তদোপরি স্থাপিত হইয়াছে কিনা—যাহার ফলে কোন গাছ জন্মায় নাই। হে খোদা! এখন আমি কি করি? যখন আমার নিকট কিছু ছিল, আমি অসতর্কতা বশতঃ লাভজনক উপায়ে

খরচ করি নাই, কিন্তু আজ আমার শূন্য মন। আমার গৃহে ইমানের কোন বীজ নাই, যাহা আমি বপন করিতে পারি। হে খোদা, আমার সেই বিনষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া দাও এবং আমার হারান ইমান-রত্ন আমাকে প্রত্যার্পন কর। যদি আমার ইমান বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে তোমার ভাণ্ডার হইতে তোমার হস্তে তোমার এই বিতাড়িত বান্দাকে একটি রহমতের বীজ দাও, যেন আমি ও আমার বংশধরগণ তোমার করুণা, তোমার 'রহমত' হইতে বঞ্চিত না হই এবং আমাদের সত্যিকার উন্নত কোরবানীকারী ভ্রাতাগণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পদক্ষেপ করিতে পারি। তোমার মক্‌বুল বান্দাগণের স্কন্ধে স্কন্ধে আমাদিগকে দাঁড়াইতে দাও। হে খোদা! অনেক আছেন, তাহারা আমলের বলে তোমার 'ফজল' আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কি করিব? আমাদের আমলও উড়িয়া গিয়াছে। তোমার দয়া, তোমার অপরিসীম দয়া কি 'গয়রত' প্রকাশ করিবে না এবং আমাদের মত কোন কোন বান্দাকে আমল ব্যতিরেকেই তোমার করুণার চাদরে আচ্ছাদিত করিবে না?"

তোমরা এই ভাবে খোদার সম্মুখে রোদন কর যেন তোমাদের অন্তরের কালিমা বিদূরিত হয়, তোমাদের মৃত প্রাণ জীবন লাভ করে, তোমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কোর্‌বানী করিবার তৌফিক ও সামর্থ্য লাভ কর এবং তোমাদের আমলের ফল পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও অধিকতর শত্রুদের হতাশ ও নিরাশার কারণ হয়। যদি তোমরা সত্যপ্রাণে খোদার নিকট প্রার্থনা কর, তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিবেন এবং তোমরা দেখিতে পাইবে যে, খোদা এবং তাঁহার ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কোরবানীর জন্য আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি, তন্মধ্যে ইস্‌লামের মঙ্গল রহিয়াছে এবং তন্মধ্যেই ইসলামের 'শওকত' ও গৌরব অন্তর্নিহিত আছে।

খোদার অভিপ্রেত কি?

খোদাতায়ালা এখন মসিহ্‌ মোহাম্মদীর কোরবানীর ছাগ সমূহের কোরবানী চান। তিনি চান যে তাঁহাদের রক্ত ইস্‌লামের বিশুষ্ক দ্রাক্ষালতার শিকড়ে নিক্ষেপ করেন, যেন তাঁহার অনুগ্রহে আবার তাহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। তোমাদের মধ্যে কেহ ইঞ্জিল পাঠ করিয়া থাকিলে জানে যে আধ্যাত্মিক রাজত্বকে দ্রাক্ষাবাগনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দ্রাক্ষালতাই শুধু এমন যে, ইহার সজীবতার জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত উপমাতেও ইহারই প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। খোদার 'দীন' সঞ্জীবিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই মনুষ্য-কোরবানী প্রয়োজন। এই উদ্যান মানব-রক্ত দ্বারাই সঞ্জীবিত করা হইবে।

সুতরাং, হে বন্ধুগণ, আসুন, ইস্‌লামের তুলনায় আমাদের প্রাণের কোন মূল্য নাই। আমাদের প্রত্যেকেই, ধনবান হউক বা নাই হউক, স্ব স্ব শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী খোদার সম্মুখে আপনাপন কোরবানী উপস্থিত করুন এবং এই কোরবানী পেশ করিবার পর মৃতবৎ খোদার দরগাহে এই বলিতে বলিতে নিপতিত হউন যে,

"হে আমার খোদা, হে আমার খোদা! এই তুচ্ছ, নগণ্য নজর কবুল কর এবং আমাকে তোমার দ্বারদেশ হইতে বিতাড়িত করিও না।"

'তাহ্‌রীকে জদীদ' বা নব প্রেরণার উনবিংশ মোতালেবা ও আমার পণ

১। আমি সাদাসিদে জীবন যাপন করিব।

(ক) আমি প্রত্যহ ভোজনে এক তরকারী ব্যবহার করিব।

(খ) আবশ্যকের অধিক কাপড় খরিদ বা প্রস্তুত করিব না।

(গ) গহনা বা লেস্‌ ফিতা ইত্যাদি খরিদ করিব না।

(ঘ) থিয়েটার, সিনেমা, সারকাস্‌ ইত্যাদি তামাসা দেখিব না।

(ঙ) বিবাহের খরচ সংক্ষেপ করিব।

২। আয়ের ১/৫ হইতে ১/৩ অংশ সঞ্চয় করিব এবং কাদিয়ানের বয়তুলমালে জমা করিব।

(নোট :—সেলসেলার চাঁদা বা অন্য সৎকার্য্যে যাহা খরচ করা হয় বা দারুল আন্‌ওয়ারের অংশের জন্য যে চাঁদা দেওয়া হয় তাহা এই টাকা হইতে কর্ত্তন যাইবে)।

৩। বিরুদ্ধবাদীদিগের পুস্তকাদির প্রতি-উত্তরের জন্য পুস্তকাদি প্রকাশ কার্য্যে আমি সাহায্য করিব।

৪। ভারতের বাহিরে প্রচারক পাঠাইয়া ইসলামের পতাকা উত্তোলন কার্য্যে আমি সাহায্য করিব।

(নোট :—এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী—মৌলবী ফাজেল বা মেট্রিকুলেট এবং অর্থের আবশ্যক)।

৫। ধর্ম্ম প্রচারের এক বিশেষ প্রণালী যাহা হজরত খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) মনস্থ করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আমি সাহায্য করিব।

৬। তবলীগের উৎকৃষ্ট পথ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করিবার কার্য্যে আমি সাহায্য করিব।

(নোট :—এই কার্য্যের জন্য কর্ম্মী এবং অর্থের আবশ্যক)।

৭। আমি আমার উপার্জ্জিত ছুটী তবলীগ কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিব এবং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ মত তাহা ব্যয় করিব।

৮। আমি তিন বৎসরের জন্য আমার জীবন সেল্‌সেলার খেদ্‌মতে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কার্য্য করিবার জন্য উৎসর্গ করিব।

(নোট :—যাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষ এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত না করেন তাহাদের মধ্যেও যাহারা সাহসী এবং বর্ত্তমানে বেকার আছেন তদ্রূপ ব্যক্তি বিদেশে গিয়া নিজের ভাগ্য পরীক্ষা এবং দীনের তবলীগ করিতে পারেন। ইহা বিশেষভাবে যুবক কর্ম্মীদিগের জন্য)।

৯। আমি আমার ছুটীর সময়কে দীনের তবলীগের জন্য উৎসর্গ করিব, এবং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে তাহা ব্যয় করিব। (নোট :—যে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ কার্য্য হইতে সময় সময় ছুটী পাইয়া থাকেন, যথা, স্কুল বা মাদ্রাসার শিক্ষক বা কৃষি ব্যবসায়ী তাহাদের জন্য অন্যান্য মোতালেবার সঙ্গে ইহাও একটি)।

১০। আমি ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে লেকচার দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব এবং তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিজ নাম পেশ করিব। (নোট :—ইহা বিশেষতঃ উচ্চ পদস্থ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য)।

১১। আমি ২৫ লক্ষ টাকার 'রিজার্ভ ফণ্ড' জমা করিবার উদ্দেশ্যে গয়ের আহমদিগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে তৎপর হইব।

১২। আমি দীনের খেদ্‌মতের জন্য নিজকে ওয়াক্‌ফ করিব এবং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব। (নোট :—ইহা বিশেষতঃ পেন্‌শন্‌ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জন্য)।

১৩। আমি নিজ সন্তানকে ধর্ম্মাভ্যাস শিক্ষা করিবার জন্য কাদিয়ানে প্রেরণ করিব এবং কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ মত তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব। (নোট :—যাহারা নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান পাঠাইবার ক্ষমতা রাখেন ইহা তাহাদের জন্য)।

১৪। নিজ সন্তানের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহ (আইঃ) কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটীর পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা করিব। (নোট :—যে সকল অবস্থাপন্ন ব্যক্তির উচ্চ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত সন্তান আছে ইহা তাহাদের জন্য)।

১৫। আমি বাটীতে বসিয়া কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিব না, বরং জীবিকা উপার্জ্জন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া ভারতের বাহিরে বা অভ্যন্তরে ভাগ্য পরীক্ষায় রত হইব। (নোট :—ইহা বেকার যুবকদিগের জন্য)।

১৬। আমি নিজ হাতে কাজ করা অপমানজনক মনে করিব না, বরং যতদূর সম্ভব নিজ প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করিতে অভ্যাস করিব।

১৭। আমি কোন অবস্থাতেই বেকার থাকিব না। বিদেশে যাইতে না পারিলে দেশেই বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিব না।

১৮। আমি জামায়াতের কেন্দ্র সবল করিবার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিব। (নোট :—যাহারা কাদিয়ানে বাটী প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা রাখেন ইহা তাহাদের জন্য)।

১৯। আমি সর্ব্বদা দোয়া করিব যে, যে সকল ভ্রাতা উপরোক্ত কার্য্যসমূহ সাধন করিবার ক্ষমতা রাখেন খোদাতায়ালা তাহাদিগকে কার্য্য করিবার সুযোগ দান করুন এবং তাহাদের কার্য্যে 'বরকত' দান করুন। —আমীন!

মওৎ ও মু'মিন। *

মহাশিব মৃত্যু হ'তে নাই অব্যাহতি,
রোধিতে তাহার গতি বিফল প্রয়াস;
খোদার গজব্‌ হ'তে পরিত্রাণ আশ
কর রে মু'মিনগণ! মরণের ভীতি
কেন রে হৃদয়ে সদা? অবহেলা তার
নাই কি রে অনুচিত? ভগবদ্বাণী
করে বড় যেই জন, সেইজন মানী।
ধরম সেবক যেবা হয় বিধাতার,
করুণা পরশ সেই লভে মহীতলে;
অশন বসনে যেবা বাঁধে কুতূহলে
জীবনের সীমা খানি, খোদার শরণে
নাহে রহে সেইজন! মু'মিনের তরে
মওৎ সরণি তাই;—সখার সদনে
সখা হয় উপনীত মরণের বরে।

চাঁদা! চাঁদা!! চাঁদা!!!

কেন চাঁদা চাওয়া হয়, কেন চাঁদা দিতে হয়

اعلموا ان الله يحى الارض بعد موتها قد بينا لكم الايت لعلكم تعقلون *

"অবহিত হও নিশ্চয়ই আল্লাহ পৃথিবীর মৃত্যুর পর পুনরায় তাহাকে সঞ্জীবিত করিবেন। তোমাদের জন্য আমি আমার চিহ্নসমূহ সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি তোমরা যেন বুঝিতে পার।"

বঙ্গদেশ বাসী আহমদী ভ্রাতাভগ্নীদিগের খেদমতে নিবেদন—

আস্‌-সালামু আলায়কুম ওয়ারাহামতুল্লাহে বারকাতুহু। কিছুকাল যাবৎ হজরত খলিফাতুলমসিহ জামায়াতকে বার বার চাঁদার জন্য প্রেরণা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া সেলসেলার শত্রুগণ নানারূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছে এবং দুর্ব্বলচিত্ত আহমদিগণের মনেও হয়ত নানা দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। তাই আমি এই পত্রদ্বারা আপনাদের খেদমতে উপরুক্ত বিষয়ে নিবেদন করিতে মনস্থ করিয়াছি।

গত ডিসেম্বর মাসে আমি খোদাতায়ালার ফজলে কাদিয়ান গিয়াছিলাম। ১৯১৪ ডিসেম্বর মাসে আমি প্রথমবার সেখানে যাই। তখন তথায় যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করিয়া Qadian and the Ahmadis (কাদিয়ান এবং আহমদী সমাজ) নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহা তৎকালে ইংরেজী Review Religions পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পুস্তিকা আকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বৎসরই মাত্র কয়েক মাস

* উক্ত কবিতা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) মল্‌ফুজাত হইতে মিঃ মোহম্মদ উমের আলী, বি, এ, কর্ত্তৃক অনুদিত। —সঃ, আঃ।

পূর্ব্বে (মে মাসে) বর্ত্তমান খলিফাতুল মসিহ্‌ (আইঃ) খলিফাপদে অভিষিক্ত হন। এবার কাদিয়ান দেখিয়া সত্যই আমার সেই ২২ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়িতেছিল। ইতি মধ্যে খোদার ফজলে আমি অনেকবার কাদিয়ান গিয়াছি বটে, কিন্তু এবার কি জানি কেন আমার মন সেই ২২ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার প্রতি ধাবিত হয়—সেই কি দিন আর আজ কি দিন! একি চক্ষুর সম্মুখে ইন্দ্রজাল, না বাস্তব জগতের ঘটনা! যদি কোন যাদুকর এক মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক বলে যে, এই যে বিস্তৃত মাঠ, এখানে এখনি, তোমরা দেখিতে দেখিতে, একটি সমৃদ্ধিশালী নগরের অভ্যুদয় হইবে, এবং তাহার কথানুযায়ী তোমরা দেখিতে পাও যে শনৈঃ শনৈঃ একটি নগর সেথায় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তোমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে আজ আমারও মনে ঠিক সেই ভাব। কোথায় জঙ্গলাকীর্ণ মাঠ, ধূলিময় প্রান্তর বা শস্যপূর্ণ ক্ষেত সেখানে বিরাজ করিতেছিল, আর আজ সেখানে একটী বিস্তীর্ণ নগরী সৌধমালা শোভিত, বিদ্যুতে আলোকিত, টেলিগ্রাম টেলিফোনে দেশ বিদেশের সহিত সংযুক্ত। সে বৎসর জলসাতে কত লোক সমবেত দেখিয়াছিলাম আমার এখন ঠিক স্মরণ নাই। বোধ হয় দশ সহস্র হইবে। মসজিদ নূরের প্রাঙ্গনে বসিয়া লেক্‌চারাদি শুনিয়াছিলাম, আর আজ ত্রিশ পয়ত্রিশ সহস্র লোকের বিস্তীর্ণ জলছাস্থল লোকে লোকাকীর্ণ। তিনখানি লাউড স্পীকারেএর সাহায্যে ধর্ম্মপিপাসুগণ তাহাদিগের প্রিয় খলিফার এবং অন্যান্য বোজর্গদিগের লেকচার মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিতেছেন। সেই সময় স্ত্রীলোদিগের কোন জলছা ছিলনা। আর আজ চার পাঁচ সহস্র স্ত্রীলোক ভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়া নিজেদের মধ্যে লেকচার এবং ওয়াজের পৃথক বন্দোবস্ত করিয়াছে। তখন বালকদিগেরই একটি মাত্র হাই স্কুল ছিল, এখন মেয়েদের একটি পৃথক হাই স্কুল এবং তৎসঙ্গে কলেজ ক্লাসও স্থাপিত হইয়াছে। তখন একটি দরজী ক্লাস ছিল। আর আজ এই খলিফার প্রেরণায় গ্লাসফেক্টরী, টিম্বার ওয়ার্কস্‌, সুফেক্টরী এবং হোসিয়ারী ওয়ার্কস খোলা হইয়াছে এবং সেই সকল কারখানায় আহ্‌মদী বালক ও যুবকগণ শিক্ষা পাইতেছে। তখন উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত লোক অতি অল্প ছিল। আমাকে এম, এ, পাশ দেখিয়া সকলে কত খুসী। আর আজ খোদাতায়ালার ফজলে কত উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ লোক হজরত খলিফাতুল মসিহর (আইঃ) আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য লালায়িত। তখন দেখিয়াছিলাম একদল আলেম এবং সাধক যাহারা খোদাতায়ালার জ্যোতিঃ এবং নবীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই আরব্ধ কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। এবার দেখিলাম একদল যুবক যাহাদিগের কলেবর বিশ্বাসের তেজে কম্পিত, যাহারা দেশ বিদেশে ইসলামের জয় বিঘোষিত করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইবার জন্য তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় খলিফার:আদেশ,অপেক্ষা করিতেছে।

فانظر الى اثار رحمت الله كيف يحى الارض بعد موتها-

ان ذلك لمحى الموتى وهو على كل شى قدير-

"আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর। তিনি কিরূপে পৃথিবীর মৃত্যুর পর পুনরায় তাহাকে সঞ্জীবিত করিতেছেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃতের জীবনদাতা এবং তিনিই সর্ব্ববিষয়ে শক্তিমান।"

আজ নিন্দুক বলে কিনা খলিফা জমাতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চলিয়াছেন, তিনি সর্ব্বগ্রাসী, জমাতের অর্থশোষণ করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ ঘোর বিপদাচ্ছন্ন করিতেছেন।

নিন্দুকের কথা শুনিয়া সেই কথা মনে পড়ে যাহা সেকালের নিন্দুকগণ হজরত রসুলে করিমকে (সাঃ) বলিত "সর্ব্বনাশক, সর্ব্বগ্রাসক!" (আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদিগকে এইরূপ ধারণা হইতে রক্ষা করুন)! আশ্চর্য্যের বিষয় খোদাতায়ালাও তাঁহার (সাঃ) সম্বন্ধে বলিতেছেন "হারিস" অর্থাৎ অতি লোভী। হায়রে লোভি! আমাদের নিজদের, ;আমাদের পুত্রপ্রপৌত্রের সকলের জীবন তোমার পদতলে উৎসর্গীত হউক। তোমার লোভ সকল ত্যাগীর ত্যাগ হইতে অপরিমিত রূপে শ্রেয়। তোমার লোভ আমাদিগেরই লাভের জন্য। খোদাতায়ালার কোন অনুগ্রহ হইতে আমরা যেন বঞ্চিত না থাকি তজ্জন্য তোমার লোভের সীমা নাই। তোমাকে নাকি নিন্দুক বলে, "সর্ব্বনাশক, সর্ব্বগ্রাসক"! তেমনি হজরত মসিহ্‌ মাউদকেও (আঃ) শত্রুগণ বলিয়া থাকে—তিনি নাকি মানুষকে প্রবঞ্চনা করিয়া টাকা লইতেন। যিনি "কওসর" যাঁহার দানের সীমা নাই, যাঁহার প্রদত্ত দান গ্রহণ করিবারও মানবের ক্ষমতা নাই, তিনি নাকি প্রবঞ্চক, তিনি নাকি সর্ব্বগ্রাসক! তেমনি আজ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলিফাকে হিংসুক বলিয়া থাকে "ধ্বংসকারী, শোষক"! হে ভীরু, এ তোর স্থান নয়! তোমার অর্থ তোমারই থাক, তোমার ধন তুমি ভোগ করিয়া ধন্য হও! আমরা বেহেস্তের খরিদ-দার। সেই বেহেস্তের কিঞ্চিদাংশ লাভ করিবার জন্য আজ আমরা ব্যাকুল। অনেককাল পর পুনরায় আজ খোদাতায়ালা সেই সওদা

বিক্রয়ের জন্য হাটে পাঠাইয়াছেন। হজরত মসিহমাউদ (আঃ) সেই সওদা লইয়া পুনবায় মর্ত্তে আসেন। তাঁহার সময় বড় বড় মহাজনগণ প্রাণ ভরিয়া সেই সওদা খরিদ করিয়াছেন। আজও সেই সওদা বাজারে আছে। ত্রস্ত হও, হে আহমদী, হে প্রেমিক! এমন না হয় যেন এই সুবর্ণ সুযোগ হইতে তোমরা বঞ্চিত হও। খোদা জানেন, আর কতকাল স্বর্গ খরিদ করিবার এই সুযোগ ধরাধামে থাকিবে। কোন দিন-বা শুনিবে এই সওদা বন্ধ। মনে নাই কি তোমার খোদাতায়ালার সেই বাণী—

ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة - يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون - وعدا عليه حقا فى التورابة والانجيل والقران - ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به - وذلك هو الفوز العظيم -

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মোমেনদিগের নিকট হইতে তাহাদের প্রাণ ও ধন বেহেস্তের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছেন। তাহারা খোদাতায়ালার পথে যুদ্ধ করিবে। তাহারা নিহত করিবে এবং নিহত হইবে। এসম্বন্ধে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরান শরীকে খোদাতায়ালার সত্য অঙ্গীকার আছে। আল্লা অপেক্ষা অঙ্গীকার রক্ষায় অধিকতর নিষ্ঠাবান কে আছে? অতএব তোমরা যে সওদা করিয়াছ তাহার্‌ জন্য আনন্দিত হও। কারণ ইহা অতি শ্রেষ্ঠ সাফল্য।'

ভাই আহমদী, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ। এসময় জগতময় অধর্ম্মের যে বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই অধর্ম্মের মূল হইতেছে অর্থ, ধন ও সংসারের লোভ। চারিদিকে দেখ, মানব এই অর্থ ও ধন উপার্জ্জনের জন্য কত ব্যস্ত, কত পাগল! তাই খোদাতায়ালা এবার তোমাদিগের নিকট বেহেস্তের সওদা উপস্থিত করিয়াছেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে তোমাদের নিকট হইতে অর্থ, ধন এবং সাংসারিক সুখ সম্পদ চাহিতেছেন। তোমরাও কি সেই ভীরু দুর্ব্বলহৃদয়দিগের মত নিজদের ধন সম্পদ বুকে চাপিয়া রাখিবে এবং তাহার প্রদত্ত বেহেস্ত উপেক্ষা করিবে? আজ দেখ হজরত মসিহ মাউদের (সাঃ) খলিফা—তাই কেন বলি, খোদাতায়ালার খলিফা, বার বার তোমাদের কর্ণে হাঁক দিতেছেন

من انصارى الى الله

অর্থাৎ 'খোদাতায়ালার পথে তোমরা কে আমার সহকারী হইবে?' তোমারা কি তোমাদের সামান্য সঞ্চয় লইয়া খুসী থাকিবে, না তাঁহার ডাকের উত্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী মোমেনদিগের মত

نحن انصار الله

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র কার্য্যে আমরা সহকারী হইব' বলিয়া তাঁহার খেদমতে নিজ নিজ ধন ও প্রাণ উপস্থিত করিবে?

হজরত মসিহ মাউদের (সাঃ) দাবীর পর আজ ৪৮ বৎসর অতীত হইতে চলিল তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা এই দীর্ঘ সময়ে কি করিয়াছি? সত্য বটে আমাদের মধ্যে কোন কোন বীর-হৃদয় একদিকে সুদূর উত্তর আমেরিকাতে ও অন্য দিকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে আর্জ্জেণ্টাইন রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গিয়াছেন। তেমনি কেহ-বা জাপানে, কেহ-বা চীনে গিয়াছেন; কেহ-বা আফ্রিকার প্রান্তরে, কেহ কেহ-বা ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যসমূহে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই মুষ্টিমেয় কর্ম্মী দ্বারা কি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে? আজ তোমাদের কর্ত্তব্যকার্য্যের অবধি নাই। আজ সমগ্র জগতের সহিত মহাযুদ্ধে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। বদরের যুদ্ধের পূর্ব্বে তৎকালীন মোমেনগণ নিজ শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মনে করিয়াছিল যে কাফেরদের প্রবল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বাহিনীর সহিত সংগ্রামে সম্মুখীন হওয়াই যুক্তি, কিন্তু :আল্লাহতায়ালা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবল বাহিনীর সহিতই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন এবং নিজ সাহায্যে তাঁহাদিগকে বিজয় দান করিয়া ইসলামের পার্থিব শক্তির প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। তেমনি তোমাগিকেও আজ আহ্বান করিতেছেন। বাহির হও, নিজদের পর্ণ কুটির হইতে বাহিরে এস এবং ইসলাম প্রচারে যুদ্ধে অগ্রসর হও। আন তোমার সঞ্চিত ধন যাহা কষ্টে উপার্জ্জন করিয়াছ এবং এক দিবস অসময়ে তোমার কাজে লাগিবার ভরসায় যত্নে সংরক্ষণ করিয়াছ; আন সেই সঞ্চিত, সেই বাঞ্ছিত ধন, এবং তাহা ইসলামের সেবায় উৎসর্গ কর।

বল আহ্‌মদী, তুমি বিশ্বাসী, তুমি খোদার কথায় বিশ্বাস কর। তোমার জীবন, তোমার ধন অপেক্ষা খোদাতায়ালার প্রীতি এবং তাহার প্রতিশ্রুত সেই বেহেস্ত অধিকতর মূল্যবান নয় কি? বদরের ময়দানে সাহাবিগণ (রাঃ) যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আজ খোদাতায়ালা তোমাদের সম্মুখেও উপস্থিত করিয়াছেন। জান না কি যে সেই বদরের যুদ্ধাদিগের পূর্ব্বের ও পরের সকল গুণাহ্‌ খোদাতায়ালা এই দুনিয়াতেই মাফ করিয়াছিলেন। তাঁহার দানের হাত আজও খাট হয় নাই। আজও তিনি

সেই দান লইয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তোমরা বিশ্বাসী, কার্য্যতঃ বিশ্বাসের পরিচয় দেও। যদি সত্যই বিশ্বাস করিয়া থাক, হজরত রসুলে করিম (সাঃ) ঠিক, যদি সত্যই বিশ্বাস করিয়া থাক তাঁহার অনিতে কোরন শরীফ খোদাতায়লার কালাম, যদি সত্যই বিশ্বাস করিয়া থাক হজরত মসিহ মাউদ (সাঃ) ঠিক, যদি সত্যই বিশ্বাস করিয়া থাক হজরত খলিফাতুন মসিহ্‌ (আইঃ) প্রকৃতই আল্লাহর খলিফা, তবে এস তাঁহার আহ্বানে সাড়া দাও এবং খোদাতায়ালার ওয়াদামত নিজ নিজ প্রাণ ও ধনের বিনিময়ে বেহেস্তের সওদা খরিদ করিতে তৎপর হও।

শুন. তিনি বলিতেছেন, "ইহা সত্য যে এসময়ে ইস্‌লামের উন্নতি খোদাতায়ালা আমার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন যেমন তিনি সর্ব্বদাই নিজের অভীষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি তাঁহার খলিফার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া আসিয়াছেন। অতএব যে আমার কথাতে সাড়া দিবে সে সফলকাম হইবে; যে আমার কথাতে কাণ দিবে না সেই বিফল মনোরথ হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিবে খোদাতায়ালার রহমতের দ্বার তাহার প্রতি খোলা হইবে, যে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে খোদাতায়ালার রহমতের দ্বার তাহার প্রতি রুদ্ধ হইবে।"

আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ এখন বুঝিলেন—কেন চাঁদা চাওয়া হয় এবং কেন চাঁদা দিতে হয়? এই চাঁদা প্রদানের উপরই আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন মরণ এবং আমাদের কার্য্যের সফলতা নির্ভর করে। যে সকল চাঁদা দিবার জন্য আহমদিগণকে আহ্বান করা হইয়াছে তাহার তালিকা আপনাদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল। খোদতায়ালা আমাদের সকলকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে এই আহ্বানে সাড়া দিবার ক্ষমতা দিন। আমীন,

খাকছার

আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী (আমীর)

চাঁদার তালিকা

১। নিয়মিত মাসিক চাঁদা (সকল আহমদীরই দেয়)—আয়ের টাকা প্রতি এক আনা। যাহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা তিন বৎসরের জন্য হার বৃদ্ধি করিয়া টাকায় পাঁচ পয়সা করিবেন।

যাহারা ওছিয়ৎ করিয়াছেন, কি করিতে চান, তাঁহারা কম পক্ষে আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ এবং অত্যধিক তিন ভাগের এক ভাগ চাঁদা দিবেন এবং মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির তদ্রূপ অংশ কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়াকে দান করিবেন। এক্ষেত্রেও তিন বৎসরের জন্য চাঁদার হার এক সংখ্যা বাড়াইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা ইচ্ছা করেন তাহারা $\frac{১}{১০}$ অংশ স্থলে $\frac{১}{৯}$, $\frac{১}{৯}$ স্থলে $\frac{১}{৮}$, $\frac{১}{৮}$ স্থলে $\frac{১}{৭}$ এরূপ ভাবে বৃদ্ধি করিবেন।

২। তাহরীকে জদীদের চাঁদা (ইচ্ছাধীন)—ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পত্রিকাতেই ১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। চারিদফা বাবৎ, অর্থাৎ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দফা বাবৎ, যে যত পারেন চাঁদা দিবেন। এই চাঁদার তাহরীক গত দুই বৎসর যাবৎ খোদাতায়ালার ইঙ্গিত মত হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ (আইঃ) জমায়াতকে করিয়া আসিতেছেন এবং ইহার ফলে সেলসেলার কার্য্যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) তৃতীয় বৎসরের খোৎবা এই পত্রিকাতেই ৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। ভ্রাতাভগ্নিগণ অতি মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিবেন এবং যিনি যাহা দিতে চান সত্বর আমাকে জানাইবেন। চাদা এক কালীন, কিম্বা ১০ টী মাসিক কিস্তিতে আদায় করা যাইতে পারে।

৩। তাহরীকে জদীদের অধীনে আমানত ফাণ্ডে টাকা জমা দেওয়া—ইহাও ইচ্ছাধীন, এই আমানত তিন বৎসরের জন্য হইবে—এবং তিন বৎসর কাল পরে টাকা (কিছু লাভ সহ) ফেরৎ পাওয়া যাইবে। আয়ের এক অংশ সঞ্চয় করা সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। সঞ্চয় করিবার এবং তৎসঙ্গে সেলসেলার খেদমত করিবার ইহা এক সুবর্ণসুযোগ।

৪। সদর আঞ্জোমানের বয়তুল মালে টাকা জমা রাখা (ইচ্ছাধীন) —সেলসেলার আর্থিক শক্তি বর্দ্ধন করিবার জন্য আহ্‌মদিগণ নিজদের উদ্বৃত্ত টাকা পোষ্টআফিস সেভিংব্যাঙ্ক বা অন্য ব্যাঙ্কে না রাখিয়া সদর আঞ্জমানে আহদীয়ার বায়তুল মালে জমা

রাখিবেন। এই টাকা সেভিং ব্যাঙ্কের মত চাওয়া মাত্রই পাওয়া যাইবে এবং ইচ্ছা করিলে এক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্যও জমা রাখা যাইতে পারে। এই জমা টাকার জন্য কোন লাভ দেওয়া হইবে না। তবে এই টাকা যতদিন বয়তুলমালে জমা থাকিবে ততদিন তজ্জন্য কোন 'জাকাৎ' দিতে হইবে না।

৫। সদর আঞ্জুমানের বয়তুলমালে ব্যবসার জন্য টাকা জমা করা—ইহাও ইচ্ছাধীন। এই টাকা নানারূপ 'তেজারতে' লাগাইয়া বয়তুলমাল নিজেও লাভবান হইবে এবং যাহাদের টাকা খাটিবে তাহারাও লভ্যাংশ প্রাপ্ত হইবেন।

৬। এতদ্ব্যতীত একটি সাময়িক ব্যাপারের জন্য চাঁদা আশু আবশ্যক—অর্থাৎ কাদিয়ানের মসজিদে আকসা, মসজিদে মোবারক এবং হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) মেহমান খানার আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য সকলেই শুধু এক মাসের আয়ের এক তৃতীয়াংশ আদায় করিবেন।

৭। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে বঙ্গদেশবাসী আহমদীদিগের প্রথম কেন্দ্রীয় মসজিদ সংস্কার করিবার জন্য টাকার আবশ্যক। তদ্বিষয় ভ্রাতা-ভগিনিগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য করিতে যত্নবান থাকিবেন।

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অমৃত বাণী

(১)

শুধু মৌখিক দীক্ষা গ্রহণের কোন মূল্য নাই

তোমরা কেবল আমার হস্তে 'বয়েৎ' (দীক্ষা) গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না। শুধু 'বয়েৎ' গ্রহণ যথেষ্ট নহে; মৌখিক বয়েৎ গ্রহণের কোন মূল্য নাই যে পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তাহার প্রমাণ দেওয়া না হয়। মৌখিকভাবে-ত অনেক তোষামোদকারীও স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই সাদেক বা সত্যবাদী যে কার্য্যতঃ তাহা সপ্রমাণ করে। খোদাতালা মানুষের দেল্ দেখেন। অতএব আজ হইতে বয়েৎ গ্রহণের সত্যতা প্রতিপন্ন কর এবং মুখে ও অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া লও যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত 'শেরক্' * ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক্ (প্রাপ্য) ও বান্দার হক্ আদায় করিতে কোন কার্পণ্য বা শৈথিল্য করিবে না। এরূপ করিলে খোদাতালা তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার আজাব বা আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা এবং সর্ব্ব স্থলেই তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। জুল্‌ম্, খেয়ানত (বিশ্বাস-ঘাতকতা) ও অন্যের প্রাপ্য না দেওয়া এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোনাহ—'গাফ্‌লত' বা শৈথিল্য হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখ।

(আল্‌ফজল্, ৫ জানুয়ারী, ১৯৩৭ ইং)।

* অন্য কাহাকেও খোদাতা'লার অংশী জ্ঞান করা।

(২)

সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাপ সংসার প্রেম

বর্ত্তমানে মোসলমানদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোনাহ সংসার-প্রেম। শয়নে, সজাগে, উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা তাহারা সংসারের চিন্তায় নিমগ্ন। ধর্ম্মের জন্য যদি কাহারো এতটুক চিন্তা হইত তবে সে মুক্তিলাভ করিত। চাকুরীজীবিগণ চাকুরীতে খুব তৎপর থাকে, কিন্তু নামাজের সময় উপস্থিত হইলে মুস্কিলে পড়ে। হৃদয়ে খোদাতালার ভয় জাগ্রত থাকা আবশ্যক। অধিকাংশ লোক ধর্ম্ম কার্য্যে বড় ব্যস্ততা দেখায়; কিন্তু ধর্ম্মের কাজে বর্ষাবধি ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে কার্য্য সাধিত হয়, কেবল ফুৎকারে তাহা হয় না। খোদাতা'লা বলেন "এই সকল লোকেরা কি মনে করে যে আমি, শুধু তাহাদের মুখের কথার উপরই সন্তুষ্ট হইয়া যাইব যে তাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের কোন পরীক্ষা লইব না?" শুধু ফুৎকার দ্বারাই যদি 'অলি' (আল্লাহ্‌র প্রিয়) হওয়া যাইত তবে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাই করিতেন। তিনি তাঁহার সাহাবাগণকে (সহচরগণকে) পরীক্ষায় ফেলিয়া তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করাইতেন না। 'মা'রেফাতে এলাহী' (ঐশীতত্ত্ব) লাভ করা যাহারা সহজ মনে করে তাহারা মূর্খ। প্রত্যেক আশীষ লাভ করিতে পরিশ্রমের দরকার। হিন্দু সমাজেও দেখ, যোগীরা কত অভাব ও অনশন বরণ করিয়া কঠোরতম পরিশ্রম সহ্য করিয়া থাকে। খৃষ্টানদের

মধ্যেও সন্ন্যাস প্রথা আছে। আল্লাহ্‌তালা ইসলামে এরূপ কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করেন নাই এবং ইস্‌লামে এসব বিষয়ে কোন জোর দেওয়া হয় নাই। তথাপি এই আদেশ রহিয়াছে যে,

قد افلح من زكها

অর্থাৎ 'এই ব্যক্তিই' নাজাত (মুক্তি) লাভ করিবে যে আত্ম-শুদ্ধি সাধন করিবে; 'বেদাত', (গর্হিত নবাবিষ্কৃত অনুষ্ঠান) 'ফেস্‌ক-ফুজুর' (পাপাচার), চৌর্য্য, মিথ্যা, ইত্যাদি সব পরিহার করিয়া খোদাতা'লার জন্য পৃথক হইয়া পড়িবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অগ্রগণ্য করিয়াছে সে খোদাতা'লার মিলন লাভ করিয়াছে! কুপ্রবৃত্তিকে বিনাশ করা উচিত, প্রত্যেক বিষয়ে খোদাতালাকে অগ্রগণ্য করা উচিত। ইহাই ধর্ম্মের সার।

(আল্‌ফজল্‌, ৬ জানুয়ারী, ১৯৩৭ ইং)

(৩)

খোদাতালার সহিত প্রত্যেক ব্যক্তিরই অজ্ঞাতভাবে সম্পর্ক থাকা উচিত

আমাদের জমাতের খুব স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আল্লাহতা'লাকে কোন অবস্থাতেই ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। সর্ব্বদা তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকা উচিত, তাঁহার সাহায্য ছাড়া মানুষ কিছুই নহে। খুব স্মরণ রাখিও যে, তিনি মুহূর্ত্তে ধ্বংস সাধন করিতে পারেন। ধ্বংস সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের আপদ বিপদ রহিয়াছে। এ সংসার নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হইবার স্থান নয়। এই দুনিয়াতেও জাহান্নাম (নরক) হইতে পারে এবং মহা বিপদাবলী উপস্থিত হইতে পারে। খুব স্মরণ রাখা উচিত যে বিপদের সময় খোদাতালা স্বয়ং সাহায্য না করিলে এবং নিজ 'ফজল' বা অনুগ্রহে বিপদ দূর না করিলে কেহই কোন কাজে আসিবে না এবং কোন অংশীদার সহানুভূতি করিতে পারিবে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিরই খোদাতালার সহিত অজ্ঞাতভাবে যোগ রাখা উচিত। যে ব্যক্তি দুঃসাহস করতঃ 'গোনাহ্‌', 'ফেস্‌ক্‌-ফুজুর' ও পাপে লিপ্ত হয় সেই ব্যক্তির অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর, খোদাতালার 'আজাব' (শাস্তি) তাহার সন্ধানে থাকে। যদি পুনঃ পুনঃ আল্লাহ্‌ করীমের করুণা প্রত্যাশা কর তবে 'তাকুয়া' (ধর্ম্ম পরায়ণতা) অবলম্বন কর এবং যে সমস্ত বিষয় খোদাতালার অসন্তুষ্টির কারণ হয় তৎসমুদয় ত্যাগ কর। যে পর্য্যন্ত আল্লাহ্‌র ভয় না জন্মে সে পর্য্যন্ত প্রকৃত 'তাকুয়া' লব্ধ হইতে পারে না। মুত্তাকী' (ধর্ম্মভীরু) হইতে চেষ্টা কর। যাহারা 'তাকুয়া' অবলম্বন করে না তাহারা যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে তখন ঐ সকল লোকেরা যাহারা তাকুয়া অবলম্বন করে, রক্ষা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ সময় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের অবাধ্যতা তাহাদিগকে ধ্বংস করে এবং শেষোক্তদের 'তাকুয়া' তাহাদিগকে রক্ষা করে। মানুষ যদি আপন চালাকি, পাষণ্ডতা ও বিশ্বাস ঘাতকতা দ্বারা রক্ষা লাভ করিতে চায় তবে কখনো রক্ষা লাভ করিতে পারিবে না। খোদাতালার ফজল না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মানবই, না নিজের প্রাণ বাঁচাইতে পারে, না তাহার ধন ও সন্তানকে রক্ষা করিতে পারে এবং না অন্য কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে। খোদাতালার সহিত অজ্ঞাতভাবে অবশ্য যোগ সাধন করা উচিত এবং এই যোগ সংরক্ষণ করা উচিত। সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে এই যোগ সংরক্ষণ করে এবং যে ব্যক্তি এই যোগ সংরক্ষণ করে না, সে অজ্ঞ।

(আল্‌ফজল্‌, ১৩ জানুয়ারী, ১৯৩৭ ইং)

(৪)

অগ্নি আমাদের দাস, বরং দাসের দাস

একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি,—আমার সিয়ালকোটে থাকা কালে একদিন বৃষ্টি হইতেছিল। আমি যে কাম্‌রায় বসিয়াছিলাম সেই কামরায় বজ্রপাত হয়; সমস্ত কাম্‌রা যেন ধূমময় হইয়া যায় এবং গন্ধকের ন্যায় গন্ধ আসিতে থাকে, কিন্তু আমাদের কোন অনিষ্ট হয় নাই। সেই সময়েই এক মন্দিরে বজ্রপাত হয়। উহা তেজ সিংহের মন্দির ছিল। হিন্দু প্রথা অনুযায়ী 'তাওয়াফ' বা চারিদিক ঘূর্ণন করিবার জন্য ইহার চতুষ্পার্শ্বে বহু পেঁচ-বিশিষ্ট প্রাচীর ছিল। তেজ সিংহ ইহার অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ছিল। বজ্র সমস্ত পেঁচ-বিশিষ্ট প্রাচীর ঘুরিয়া ঘুরিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহার উপর পতিত হয় এবং সে জ্বলিয়া অঙ্গারের ন্যায় কাল হইয়া যায়। প্রনিধান করিবার বিষয় যে, একই বজ্রাগ্নি তাহাকে জ্বালাইয়া ফেলিল, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিল না। খোদাতালা আমাদের 'হেফাজত' করিলেন।

শিয়ালকোটে তদ্রূপ আর একটি ঘটনা হইয়াছিল। একদা রাত্রিকালে আমি এক গৃহের দ্বি-তলে শায়িত ছিলাম সেই প্রকোষ্ঠে আমার সঙ্গে আরো পনর ষোল জন লোক ছিল। গভীর রাত্রিতে শাহ্‌-তীর টক্‌ টক্‌ করিয়া একটি আওয়াজ হইল।

আমি অপর লোকদিগকে জাগাইয়া বলিলাম যে শাহ্‌-তীরের অবস্থা ভয়ঙ্কর বোধ হয়, এই প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া যাওয়া উচিত। তাহারা উত্তর করিল, কোন ইঁদুর হইবে, ভয়ের কোন কারণ নাই। এই বলিয়া তাহারা পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। অল্পকাল পর আবার সেইরূপ শব্দ শ্রুত হইল। আমি তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার জাগ্রত করিলাম, কিন্তু তথাপি তাহারা কোন পরওয়া করিল না। পুনরায় তৃতীয়বার শাহ্‌-তীর হইতে আওয়াজ আসিল। তখন আমি কঠোরতার সহিত তাহাদিগকে জাগ্রত করিলাম এবং গৃহ হইতে বহির্গত করিলাম। সকলকে বহির্গত করিয়া আমি নিজেও বহির্গত হইলাম। আমি দ্বিতীয় শিড়ির উপর থাকিতে থাকিতেই সেই ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং দ্বিতীয় ছাদ সহ নীচে পতিত হইল। খাট-সমূহ চুরমার হইয়া গেল, আমরা বাচিয়া গেলাম। এইরূপ 'হেফাজত' খোদাতালার এক মো'জজা (আলৌকিক নিদর্শন) স্বরূপ। যে পর্য্যন্ত আমরা সেই গৃহ হইতে বহির্গত না হইলাম সে পর্য্যন্ত সেই শাহ্‌-তীরও নীচে পতিত হইল না।

তদ্রূপ অপর এক সময় আমার লেপের মধ্যে একটি বিচ্ছু মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। অপর এক সময় একটি বিচ্ছু লেপের ভিতর জীবাতাবস্থায় ধরা পড়িয়াছে। এই উভয় বারই খোদাতালা আমাকে ইহাদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

একদা আমার কাপড়ে আগুন লাগিয়াছিল। আমার খবরও ছিল না, অপর এক ব্যক্তি দেখিয়া আমাকে বলিয়া দেয় এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়।

(আল্‌ফজল, ১৯ জানুয়ারী, ১৯৩৭ ইং)

(৫)

নিষ্ঠাবান্ আহ্‌মদিগণের প্রতি আহ্বান

হে আমার বন্ধুগণ, আমার প্রিয় ব্যক্তিগণ, আমার অস্তিত্বরূপ বৃক্ষের তরুণ শ্যামল শাখা সমূহ! তোমরা খোদাতায়ালার অনুকম্পায়, যাহা তোমাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে, আমার সেল্‌সেলার বয়েৎ গ্রহণ করিয়াছ, এবং আপন জীবন, ধন ও আরাম এই পথে বিসর্জ্জন দিতেছ। যদিও আমি জানি যে আমি যাহা কিছু বলিব তাহাই করিতে তোমরা আপন সৌভাগ্য মনে করিবে এবং যথাশক্তি তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইবে না,—তথাপি এই খেদমতের জন্য আমি নিজ মুখে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তোমাদের জন্য কোন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিব না—যেন তোমাদের খেদমত আমার কথার বলে না হইয়া তোমাদের নিজ অন্তর হইতে প্রসূত হয়। খোদাতায়ালা এবং তাঁহার বান্দাদের মধ্যে ঈমানের যে নাজুক সম্পর্ক থাকা উচিত তাহাকে বর্ত্তমান বিপদসঙ্কুল যুগ অতি সজোরে ধাক্কা দিয়া টলাইয়া দিতেছে, এরূপ অবস্থায় আপন আপন সুপরিণামের বিষয় চিন্তা করা এবং যে পুণ্যকর্ম্মের উপর 'নাজাত' নির্ভর করে তাহা আপন প্রিয় 'মাল' কোরবাণ করিয়া এবং আপন প্রিয় সময় 'দানের' খেদমতে প্রয়োগ করিয়া লাভ করা জাতির সকলেরই উচিত এবং সকলের জন্যই ইহা অবশ্য করণীয়। সকলকেই খোদাতায়ালার এই অপরিবর্ত্তনীয় এবং সুদৃঢ় নিয়মকে ভয় করা উচিত যাহা তিনি আপন প্রিয় বাণীতে বর্ণনা করিয়াছেন—যথা,

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون -

অর্থাৎ "তোমরা প্রকৃত পুণ্য যাহা 'নাজাত' লাভ করাইয়া দেয়, কখনও অর্জ্জন করিতে পার না, যে পর্য্যন্ত খোদা-তায়ালার পথে তোমাদের প্রিয় বস্তু খরচ না কর।"

(আল্‌ফজল, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ ইং)।

সুসংবাদ

বঙ্গদেশের আহ্‌মদী ভ্রাতৃবৃন্দকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহ্‌মদী জমাতের মস্‌জিদ নির্ম্মাণ উপলক্ষে মাননীয়া হজরত উম্মোল-মোমেনীন সাহেবা (হজরত মসিহ্‌ মাউদের, আঃ, সহধর্ম্মিনী) ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি এবং দোয়া করিতেছি যেন খোদাতায়ালা তাঁহাকে দীর্ঘকাল সুস্থশরীরে জীবিত রাখেন। আমীন!

আহ্‌মদীর মন্তব্য

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এক অভূতপূর্ব্ব বিপর্য্যয়—নীতি, আইন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার্থে সম্রাটের সিংহাসন ও দেশত্যাগ—

প্রজা-প্রিয় ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড মিসেস্‌ সিম্‌প্‌সন্‌ নাম্নী এক তালাক-কৃতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলার প্রণয়ে পতিত হইয়া তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আভিজাত্য-গর্ব্বী ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ও মন্ত্রীদল এবং সংস্কারের দাস ব্রিটিশ চার্চ্চ প্রাচীন রাষ্ট্রীয় প্রথা বা Conventionএর ওজর পেশ করিয়া তাহাতে ভীষণ আপত্তি উত্থাপন করে। সম্রাট তখন এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, মিসেস্‌ সিম্‌প্‌সন্‌ তাঁহার ভার্য্যা হইলেও রাণী হইবেন না, কিন্তু তাহাতেও চার্চ্চ এবং মিনিষ্ট্রি Conventionএর দোহাই দিয়া বলে যে, ব্রিটিশ Constitutionএর চিরাচরিত-প্রথানুযায়ী সম্রাটের ভার্য্যাকে সম্রাজ্ঞী হইতেই হইবে এবং যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্য্যে সম্রাটের সহিত যোগদান করিতেই হইবে; এবং এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলা রাজকীয় কার্য্যে সম্রাটের সহিত সিংহাসনে উপবেশন করিবে এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের শিক্ষার বিরুদ্ধে এক divorced বা তালাক-কৃতা নারীর সহিত বিবাহ হইবে—যদিও বর্ত্তমান ব্রিটিশ আইন তালাকের অনুমতি দেয়,—ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট বা ব্রিটিশ চার্চ্চ তাহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না। সুতরাং সম্রাটের জন্য তখন হয়তঃ সিংহাসন, না হয় বিবাহেচ্ছা ত্যাগ ভিন্ন উপায়ন্তর ছিল না।

ত্যাগবীর সম্রাট সিংহাসন ও সাম্রাজ্যকেই ত্যাগ করিলেন তথাপি নিজ জীবন সঙ্গীনীর মনোনয়ন বিষয়ে নীতি, যুক্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বর্জ্জন না করিয়া বীর ধর্ম্মের পরিচয় দিলেন।

হায়! আজ যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইস্‌লামিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত থাকিত তবে সম্রাটকে এবং তাঁহার প্রজাবর্গকে এই বিভ্রাটে পরিতে হইত না। কারণ ইস্‌লাম প্রত্যেক ব্যক্তিকেই, রাজাই হউন আর প্রজাই হউন, আপন মনোনীত ব্যক্তির সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার অধিকার বরং আদেশ দেয় এবং যেহেতু ইস্‌লামিক রাজনীতিতে রাণীকে রাজকীয় কার্য্যে যোগদান করিতে হয় না এবং রাজপদও hereditory বা উত্তরাধিকার মূলক নয় অতএব আভিজাত্য বা রাজকীয় প্রথা ও মর্য্যাদার প্রশ্নও উঠিতে পারে না, এবং যেহেতু তালাক-কৃতা নারীকে বিবাহ করিতে ইস্‌লাম কোন বাধা দেয় না, অতএব ধর্ম্মেরও কোন বাধা এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে না। **আমাদের বোধ হয় যেন জগতকে ইসলামের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজ নীতির মর্য্যাদা উপলব্ধি করাইবার জন্যই খোদাতায়ালা ব্রিটিশ জগতে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন।**

সর্ব্বশেষে আমাদের প্রার্থনা—খোদাতায়ালা ব্রিটিশ জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

হাঙ্গেরী—বুদাপেস্ত হইতে তথাকার ইসলাম প্রচারক চৌধুরী হাজী আহ্‌মদ খাঁ আইয়াজ বি, এ ; এল্, এল্ বি, লিখিতেছেন যে তথায় নব দীক্ষিত আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ ধর্ম্ম শিক্ষা ও প্রচার কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তথাকার আহ্‌মদীয়া জামাতের জেনারল সেক্রেটারী আমাদের নৌ-মোসলেম ভ্রাতা মিঃ খালেদ পঙ্গু হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) 'কিশ্‌তিয়ে নূহ্' গ্রন্থের শিক্ষা বিষয়ক অংশের অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হাঙ্গেরী ভাষায় আরো তিন খানা ট্রাক্ট লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আহ্‌মদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়াদি ও নামাজের নিয়মাদি বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাপ্তাহিক মিটিংএর অনুষ্ঠান করিয়া নামাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই নৌ-মোসলেম ভ্রাতাগণের প্রত্যেকেই চার পাঁচটি করিয়া ভাষা জানেন এবং সকলই চাকুরীজীবী। তাঁহারা সকলই 'তাহ্‌রীকে জদীদের' আহ্বানে গ্রীষ্মের ছুটিতে ইউরোপের নাস্তিক জগতে ইস্‌লামের বাণী পৌছাইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন।

খোদাতায়ালার ফজলে আলোচ্য মাসে চারি জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছেন। (ক) একজনের নাম মিঃ আরবান্ বেলা, তাহার ইস্‌লামী নাম মুস্তাফা। (খ) ইস্‌লাম গ্রহণ করার পর তিনি তাহার বন্ধুগণকে খুব তবলীগ করিতেছেন। দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম মিঃ কিস্ কোভায়েস্ আইটেম বে। তিনি 'মেগিয়ারক লেপর্য়' পত্রিকার অফিসে কাজ করেন এবং রিজার্ভ সৈন্যদলের লেফ্‌টনান্টের পদে নিযুক্ত আছেন। (গ) তৃতীয় ভ্রাতার নাম মিঃ সারাওী হেরুস্। তাহার ইসলামী নাম জাফর। তিনি কয়েকটি ভাষা জানেন। তিনি কমারসিয়েল চেম্বারের এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত আছেন। (ঘ) চতুর্থ ভ্রাতার নাম মিঃ জিলাজই লেজস্, তাহার ইস্‌লামী নাম ওমর। তিনি রাবার ফেক্টরীতে ক্লার্কের পদে নিযুক্ত আছেন। এই বাইশ বৎসরের যুবক ভ্রাতাটি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। তিনি দুইটি সাপ্তাহিক মিটিংএ যোগদান করতঃ আমাদের ভ্রাতাগণকে বজিমাত নামাজ পড়িতে দেখিয়া তাহাতে প্রভাবান্বিত হইয়া বলিয়া উঠেন যে আমিও নামাজ পড়িতে ইচ্ছা করি, আমাকে নামাজ শিক্ষা দিন। তখন তাহাকে তিনখানা ট্রাক্ট দেওয়া হয়। পর সপ্তাহেই তিনি বয়েতের ফর্ম্ম পূর্ণ করিয়া নিয়া আসিয়া বলেন যে 'আমি সেই তিনখানা পুস্তিকা মুখস্থ করিয়া নিয়াছি, আমাকে আরো পুস্তক দিন।' তদুত্তরে আমাদের প্রচারক সাহেব বলেন যে অবশিষ্ট পুস্তকাদি ইংরাজী এবং আরবী ভাষায় লিখিত যাহা তিনি জ্ঞাত নহেন। তখন এই যুবক ভ্রাতাটি বলিয়া উঠিলেন যে আমাকে এই সকল ভাষা শিক্ষা দিন। তিনি কোরান শরীফ, হাদিস ও হজরত এবং মসিহ মাউদ (আঃ) এর মৌলিক আরবী গ্রন্থ পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে আরবী ভাষা শিখিতে তৎপর হইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে খোদাতায়ালা, ইস্‌লাম গ্রহণের জন্য এবং ইহার প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণের জন্য মানুষেরহৃদয়কে কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতেছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন খোদাতায়ালা তথাকার জামাতকে দ্রুত উন্নতি দান করেন।

দেশীয় সংবাদ

কাদিয়ানে নিখিল আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স—খোদাতায়ালার 'ফজলে' গত ২৬,২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল কাদিয়ান শরীফে নিখিল আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স মহা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন স্থল হইতে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। এবারকার উপস্থিত ভ্রাতাগণের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে অনেক অধিক হইয়াছে। গত বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে আগত অতিথি সংখ্যা ছিল ২১২১৮, এবারকার অতিথি সংখ্যা হইয়াছে ২৫৮৫৪। সকলেরই খাওয়ার ও থাকার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। খোদাতায়ালার 'ফজলে' প্রত্যেক বৎসরই পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক এই মহা সম্মিলনীতে যোগদান করিতেছে। এই সম্মিলনী হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন,

يَأْتِيكَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

অর্থাৎ 'প্রত্যেক দিক হইতে লোক দলে দলে তোমার নিকট আসিবে, এত বহুল সংখ্যায় আসিবে যে তাহাদের আগমনে রাস্তা সমূহ গর্ত্ত হইয়া যাইবে।' কাদিয়ানের এই বাৎসরিক সম্মিলনী আজ এই ঐশী বাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিতেছে।

এই সম্মিলনীতে যাহারা একবার যোগদান করিয়াছেন বা অন্ততঃ যাহারা একবার কাদিয়ান শরীফ গমন করিয়াছেন তাঁহারা এই বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জগৎবাসীর নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, তাঁহারা একবার ঐশী লীলার নিকেতন এই পবিত্র ভূমিতে যাইয়া এই বিংশ শতাব্দীর নাস্তিকতার যুগেও স্বর্গীয় নিদর্শনের এক জলন্ত প্রমাণ স্বচক্ষে দর্শন করুন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কাদিয়ান ছিল এক গণ্ড গ্রাম, আজ তাহা জগতের এক মহা তীর্থে পরিণত। জগতের প্রতি কোণ হইতে লোক এখানে সমাগত হইতেছে, এবং এখান হইতে জগতের প্রতি কোণে ইস্‌লামের সত্যের আলো বিকীর্ণ হইতেছে।

এবারকার কন্‌ফারেন্সে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ (আইঃ) তাঁহার প্রারম্ভ কালীন বক্তৃতা ব্যতীত আরো দুইটি বক্তৃতা করেন। প্রথমটিতে জমাতের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশাদি প্রদান করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা 'ফজায়েলে কোরান' অর্থাৎ কোরান শরীফের সৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন এবং প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল অনবরত বক্তৃতা করিয়া কোরাণ শরীফের 'ফজিলত' সম্বন্ধে বহু গভীর তত্ত্বাদি বর্ণনা করেন। এতদ্ব্যতীত সার মোহম্মদ চৌধুরী জাফরউল্লা খান, মেম্বর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট, প্রফেসার মৌলবী মোহাম্মদ আসলাম, বি, এ (Oxon), এম, এ, (Lahore) অধ্যাপক, ইসলামিয়া কলেজ, লাহোর ও অন্যান্য সুবিজ্ঞ আলেমগণ উক্ত কনফারেন্সে বিবিধ ধর্ম্ম বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

কাদিয়ানে মহিলা সম্মিলনী—পুরুষ-সম্মিলনী ব্যতীত একটি মহিলা-সম্মিলনীরও অধিবেশন হয়। তাহাতেও হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং আরো কতিপয় সুবিজ্ঞ মহিলা ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতাদি দেন।

ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রতি বৎসর এরূপ কনফারেন্সের অনুষ্ঠান ও এত বহু লোকের সমাগম বর্ত্তমান জগতে এক অদ্বিতীয় ব্যাপার সন্দেহ নাই।

মস্‌জেদুল-মেহ্‌দী ঃ—ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যে মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইতেছে তাহার নাম 'মস্‌জেদুল-মেহ্‌দী' রাখা হইয়াছে। আমীরুল মোমেনীন হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ (আইঃ) এই নাম অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে আহ্‌মদীয়া অফিস ও অতিথিদের থাকিবার জন্য পৃথক কামড়া করা হইতেছে। বর্ত্তমানে মোট খরচ ৮০০৲ আট শত টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। তন্মধ্যে স্থানীয় আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এবং অন্যান্য স্থানের আহ্‌মদী ভ্রাতৃবৃন্দ বাকী ৩০০৲ তিনশত টাকা চাঁদা আদায় করিবেন। জোনাব হজরত উম্মোল্‌-মোমেনীন সাহেবা উক্ত মস্‌জেদের জন্য মং ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে বিশিষ্টরূপে পুরস্কৃত করুন, আমীন! বাঙ্গালার আহ্‌মদী বন্ধুগণ এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন এবং আপন আপন চাঁদা অতি সত্বর পাঠাইয়া খোদাতায়ালার আশীষ লাভে যত্নবান হইবেন।

আঞ্জোমান আহ্‌মদীয়া, সিউরী ঃ—খোদাতালার অনুগ্রহে বঙ্গদেশে আমাদের আর একটি আঞ্জোমন সিউরীতে স্থাপিত হইল, আল্‌হাম দুলিল্লাহ্‌। মোঃ আব্দুল লতীফ সাহেব ইহার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন। আল্লাহ্‌তালা এই নব প্রতিষ্ঠিত জমাতের উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন এবং ইহাকে আহ্‌মদীয়াত বা প্রকৃত ইস্‌লাম প্রচারে সাহায্য করুন, আমীন।

মোবাল্লেগীনের বিষয় ঃ—(১) অত্রমাসে সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব কাদিয়ান হইতে ফিরিয়াছেন এবং ঢাকায় সেল্‌সেলার নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত আছেন। (২) মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি, এ, হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করিয়া প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তন্মধ্যে বজেট সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখযোগ্য। (৩) মৌলবী আজীজ উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব ভরতপুরে (মুর্শিদাবাদ) তবলীগ কার্য্যে লিপ্ত আছেন এবং বড়ই উৎসাহের সহিত কার্য্য চালনা করিতেছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহার কার্য্যে বরকত দিন, আমীন! (৪) মৌলবী মোহাম্মদ হানিফ সাহেব কোরেশী কিছুদিনের জন্য কটক (উড়িষ্যা) গিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অঞ্চলে সেল্‌সেলা সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন।

'আন্‌সারুল্লাহ্‌র' রিপোর্ট ঃ—অত্র মাস কেবল বাজিতপুর (ময়মনসিংহ), বিষ্ণুপুর (ত্রিপুরা), এবং ঢাকা আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার মাসিক রিপোর্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়াছে। অন্যান্য স্থানীয় জমাতের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণ এ বিষয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবেন এবং রীতিমত মাসিক রিপোর্ট পাঠাইয়া তাহাদের তবলীগী কার্য্যের ফলাফল আমাদিগকে জানাইতে যত্নবান হইবেন।

প্রাপ্তি সংবাদ

অত্র মাসে নিম্নলিখিত ভ্রাতাগণ হইতে 'আহ্‌মদীর' বার্ষিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। যেজাহুমুল্লাহ্‌ আহসানুল যেজা। আশা করি অন্যান্য ভ্রাতাগণও তাহাদের বক্রী চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন **এবং নূতন বৎসরের চাঁদাও অতি সত্বর পাইয়া আমাদের কার্য্যের সহায়তা করিতে ত্রুটি করিবেন না।**

১। মৌলবী মকবুল আহ্‌মদ, শিক্ষক ২। ডাক্তার মফিজুদ্দিন আহমদ ৩। মৌলবী বশীরুল্লাহ খান, শিক্ষক।

হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

জানুয়ারী, ১৯৩৭ ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

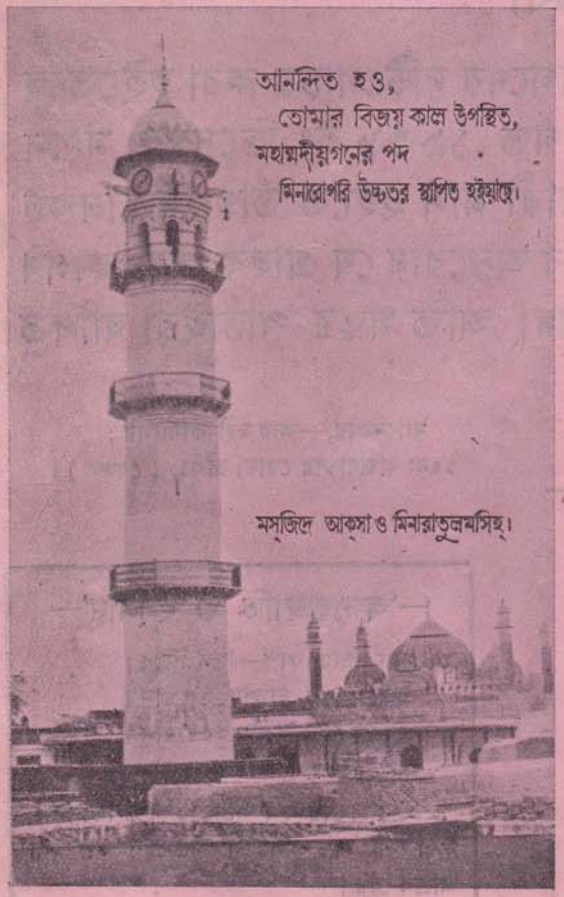

আনন্দিত হও,
তোমার বিজয় কাল উপস্থিত,
মহাম্মদীয়গনের পদ
মিনারোপরি উচ্চতর স্থাপিত হইয়াছে।

মস্‌জিদে আক্‌সা ও মিনারাতুল্‌মসিহ্।

(কাদিয়ান)

প্রবন্ধ সূচী

আহ্‌মদী জমাতের প্রতি হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) নব-বর্ষের প্রেরণাবাণী ১

দোয়া ১

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) আহ্বান ২

নব-বর্ষের পয়গাম ৩-৫

তাহ্‌রীকে জদীদের তৃতীয় বর্ষ ৫-১১

তাহ্‌রীকে জদীদ বা নব প্রেরণার ঊনবিংশ মোতালেবা ও আমার পণ ১২-১৩

মওৎ ও মোমিন (কবিতা) ১৩

চাঁদা! চাঁদা!! চাঁদা!!! :— ১৩-১৭

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অমৃতবাণী :— ... ১৭-১৯

সুসংবাদ ২০

আহ্‌মদীর মন্তব্য :— ২০

ব্রিটিশ সম্রাটের সিংহাসন ও দেশ ত্যাগ।

জগৎ আমাদের :— ২১-২২

বিদেশীয় সংবাদ :—হাঙ্গেরী ২, ৩, ১১

দেশীয় সংবাদ :—কাদিয়ানে নিখিল আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স; 'মস্‌জেদুল মেহ্‌দী'; আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়া, সিউরী; 'আন্‌সারুল্লাহ্‌র' রিপোর্ট; মোবাল্লেগীনের বিষয়; প্রাপ্তি সংবাদ।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ১৷৷০ প্রতি সংখ্যা ৵০

'মজ্‌লিসে-শো'রা'

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কাদিয়ান শরীফে নিখিল আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘের 'মজ্‌লিসে-শো'রার' অধিবেশন আগামী ইষ্টার ও গুড-ফ্রাইডের ছুটীতে হইবে। স্থানীয় আহ্‌মদী সম্প্রদায় আপনাপন মনোনীত সদস্যের নাম সেক্রেটারী, 'মজলিসে শোরার' সমীপে পাঠাইয়া দিবেন এবং এইরূপ সদস্য উক্ত 'শোরা' কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়া বজেট ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া উক্ত মজ্‌লিসের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী,—
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্বারা 'আহ্‌মদীর' গ্রাহক গ্রাহিকাগণের দৃষ্টিগোচর করা হইতেছে যে তাঁহাদের প্রথম বর্ষের চাঁদার মেয়াদ গত ১৯৩৬ ইং ডিসেম্বর মাসে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং অত্র জানুয়ারী মাস হইতে তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা প্রাপ্য হইয়াছে। অতএব অনুরোধ যে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা অতি সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার,—আহ্‌মদী কার্য্যালয়;
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

বঙ্গীয় 'অস্পৃশ্য' ভ্রাতাভগিনিগণকে

উপহার

'অস্পৃশ্য জাতি ও ইস্‌লাম'

মোস্‌লিম সমাজ কর্ত্তব্যপরায়ণে তৎপর হউন। উক্ত পুস্তক আপনাদের প্রতিবাসী 'অস্পৃশ্য' ভাই-বোনদিগকে উপহার দিয়া সত্য ইস্‌লামের শান্তিবাণী প্রচার করুন।

—'অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম'—

মূল্য প্রতি কপি—তিন পয়সা।
একত্রে এক টাকায় ২৫ খান।
একত্রে পাঁচ টাকায় ১৫০ খান।
একত্রে দশ টাকায় ৩৫০ খান।

পাঁচ টাকার কম অর্ডারের জন্য ভিঃ, পিঃ, করা হয় না। নিম্নতম অর্ডারের জন্য মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

ম্যানেজার—'আহ্‌মদী কার্য্যালয়'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্টকাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরাণ শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরাণ শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (দঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশী বাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরাণ শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরাণ ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি। এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরাণ শরীফের পংক্তিতে ——"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—হজরত মোহম্মদের (দঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহাকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরাণ শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (দঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভব পর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (দঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কেন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (দঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (দঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (দঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরতের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রসহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরাণ শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীয়া মতবাদ কি ?

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ আলায়হেস্‌সালামের দাবী এই যে বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন নামে শেষ যুগে যে মহাপুরুষের আগমনের সংবাদ আছে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। অতীত যুগসমূহের পয়গম্বর বা অবতারগণের ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইয়া ধর্ম্মের অভিজ্ঞতামূলক ব্যাখ্যা প্রচার করা এবং যাবতীয় ভুল ধারণার সংশোধন করা তাঁহার কাজ।

তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ধর্ম্ম। কালের প্রভাবে মুসলমানের মধ্যে যে সকল ভুল ধারণা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনি তৎসমুদয়ের সংশোধন করিয়া ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলামের অনুসরণ করিয়া মানুষ হজরত ঈসা, হজরত মুসা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের তুল্য জ্ঞানী ও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।

হজরত আহ্‌মদ (আঃ) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত হজরত মোলানা মৌলবী হাজী হাকীম নুরুদ্দিন 'রাজী-আল্লাহ-আনহু' তাঁহার প্রথম খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান খলিফার নাম হজরত **মির্জা বশীর-উদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ** (আইয়াদুহুল্লাহু তায়ালা বেনাছরিহিল্‌ আজীজ)।

পাঞ্জাবের জিলা গুরুদাসপুরের অধীন কাদিয়ান সহর আহ্‌মদীয়া মতবাদের কেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শাখা সমিতি আছে। কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য 'সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া' নামক একটি আঞ্জোমন আছে। এই আঞ্জোমনের অধীন কয়েকটি বিভাগ আছে। এই সকল বিভাগের সেক্রেটারিগণ হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহের তত্ত্বাবধানে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন।

আহমদীর নিয়মাবলী।

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সংখ্যা আহমদীতে এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক' আহমদী ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর', বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

UNIQUE OPPORTUNITY FOR READERS OF RELIGIOUS PERIODICALS.

আহ্‌মদী—বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা

The Sunrise—A High Class Weekly, published from Lahore, devoted to religious, political, and social interests of the country. Annual Subscription Rs. 4/-, For students Rs. 3/-

The Review of Religions—A High Class Monthly Magazine devoted to the study and criticism of all religions of the world and the true exposition of Islam. Annual Subscription Rs. 4/-

A limitted number of the above periodicals are offered by the Bengal Provincial Ahmadiyya Association at the concession rate of Re. 1/8- each per annum.

Apply immediately to the General Secretary, at 15 Bakshibazar Road, Dacca.

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. B. L. from 15, Bakshi Bazar Road, Dacca. (Bengal).